www.abswer.com

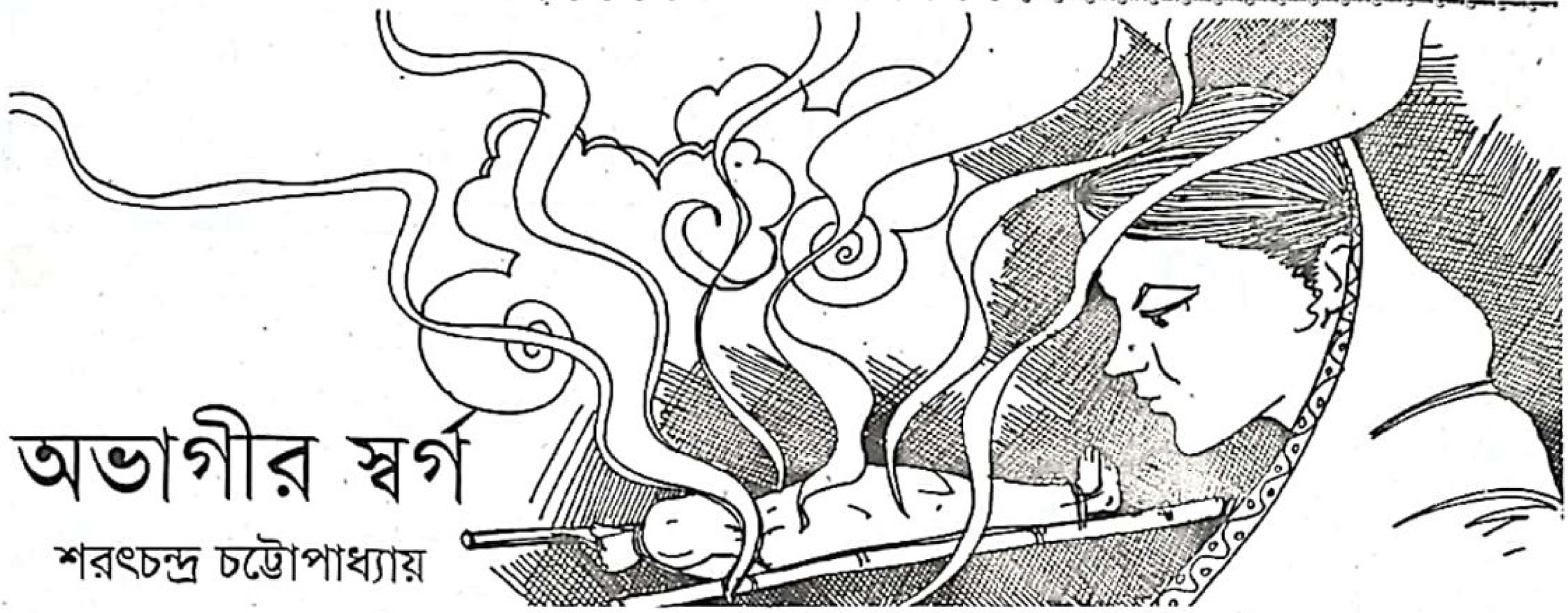

অভাগীর স্বর্গ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গদ্যটির শিখনফল গদ্যটি অনুশীলন করে শিক্ষার্থীরা যা জানতে পারবে–

- সামন্তবাদের নির্মম রূপ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।
- হতদরিদ্র পরিবারের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে জানতে পারবে।
- ধনী লোকের আড়ম্বরপূর্ণ সৎকার সম্পর্কে জানতে পারবে।
- মৃত্যুকালে স্বামীর পদধূলি গ্রহণ ইত্যাদি সংস্কার সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করবে।
- দরিদ্র পরিবারে সন্তানের জন্ম ও বেড়ে ওঠার করুণ কাহিনি সম্পর্কে জানতে পারবে।
- সেকালের জমিদার, মহাজন কর্তৃক পোষ্য চাকরদের সাধারণ প্রজাদের প্রতি নির্মম আচরণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।
- সংসারে নানা অভাব-অভিযোগ ও মাতৃভক্তির অকৃত্রিম প্রকাশ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।
- মায়ের শেষ ইচ্ছা পূরণে ব্যর্থ সন্তানের কষ্ট-যন্ত্রণা, আবেগ-অনুভূতি সম্পর্কে জানতে পারবে।

একনজরে লেখক পরিচিতি জেনে নিই

নাম	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ : ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ। জন্মস্থান : হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে (পশ্চিমবঙ্গ)।
পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়	পিতার নাম : মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। মাতার নাম : ভুবনমোহিনী।
শিক্ষাজীবন	এফএ শ্রেণি পর্যন্ত (এইচএসসি)।
পেশা/কর্মজীবন	১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে রেঙ্গুনে (মিয়ানমার) কেরানি পদে চাকরিতে যোগদান করেন। পরবর্তীতে সাহিত্য রচনাকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন।
সাহিত্যকর্ম	উপন্যাস : পরিণীতা, বিরাজ বৌ, পণ্ডিতমশাই, পল্লিসমাজ, বৈকুণ্ঠের উইল, দেবদাস, চরিত্রহীন, শ্রীকান্ত, দত্তা, গৃহদাহ, বামুনের মেয়ে, দেনা পাওনা, পথের দাবী, শেষ প্রশ্ন, বিপ্রদাস ইত্যাদি। গল্পগ্রন্থ : বড়দিদি, মেজদিদি, রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে, মহেশ, ছবি, বিলাসী, সতী, মামলার ফল। নাটক : ষোড়শী, রমা ইত্যাদি। প্রবন্ধ : তরুণের বিদ্রোহ, স্বদেশ ও সাহিত্য, নারীর মূল্য।
পুরস্কার ও সম্মাননা	১৯২০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' লাভ। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত 'ডি-লিট' উপাধি লাভ।
জীবনাবসান	১৬ জানুয়ারি, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রশ্নের পরিসংখ্যান

সৃজনশীল প্রশ্ন	২৩টি
জ্ঞানমূলক প্রশ্ন	৬১টি
অনুধাবনমূলক প্রশ্ন	৪০টি
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	১৬৪টি

উদ্দীপকের তথ্যসূত্র

- দেনাপাওনা– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- সৎকার– সমর মুখোপাধ্যায়
- পড়ে পাওয়া– বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
- খুড়ো (গল্প)– বনফুল, বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প
- দুই বিঘা জমি– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

www.abswer.com

www.abswer.com

PART 02 পাঠ সহায়ক Supplement

উৎস পরিচিতি (Source)

সুকুমার সেন সম্পাদিত 'শরৎ সাহিত্যসমগ্র' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড থেকে 'অভাগীর স্বর্গ' নামক গল্পটি সংকলন করা হয়েছে।

পাঠের উদ্দেশ্য (Objectives)

শিক্ষার্থীকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণি নির্বিশেষে মানবিক করে তোলা।

রচনার বক্তব্যবিষয় (Gist)

'অভাগীর স্বর্গ' গল্পটি অভাগীর মরণোত্তর সৎকারের বাসনাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। 'অভাগী' নামটি তার বাবা রেখেছিল, জন্মের পর মায়ের মৃত্যুর কারণে। অভাগীর বিয়ের পর তার স্বামী অন্য স্ত্রীর কাছে চলে যায়। সে তখন অসহায় হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও সে তার শিশুপুত্র কাঙালীকে নিয়ে বহুকষ্টে দিনাতিপাত করে। এ গল্পের অভাগী নিচু শ্রেণির হিন্দু পরিবারের হতদরিদ্র মানুষের প্রতিনিধি। উঁচু জাতের হিন্দু পরিবারে মৃতের সৎকারে আড়ম্বর দেখে অভাগীরও তার মতো স্বর্গারোহণের ইচ্ছা হয়। তাই সে তার বাসনার কথা ছেলে কাঙালীকে বলে রাখে। মায়ের মৃত্যুর পর কাঙালী সেই বাসনা পূরণ করতে চায়। কিন্তু পোড়ানোর কাঠ জোগাড় করতে না পেরে খড়ের আঁটি জ্বালিয়ে মুখাগ্নি করে তাকে নদীর চরে মাটিচাপা দেয়। মুখুয্যে বাড়ির গৃহকর্ত্রীর মৃত্যুর পর সৎকারের দৃশ্য দেখে অভাগী নিজেও মৃত্যুর পর চন্দন, সিঁদুর, আলতা, মালা, ঘৃত, মধু, ধূপ, ধুনা, অগ্নির ধোঁয়ায় স্বর্গে গমনের স্বপ্ন দেখেছিল। মৃত্যুর সময় ছেলে কাঙালী তার বাবাকে হাজির করতে পারলেও সামন্তবাদের নির্মম শিকার হয়ে মায়ের স্বপ্ন পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। গল্পে জমিদার, গোমস্তা অধর রায়, মুখুয্য পরিবারের লোকজন সামন্ত শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেছে। তাদের নির্মম অত্যাচার, যন্ত্রণা, শোষণ, বঞ্চনা, ঘৃণা, অবহেলা গল্পটির একাংশ জুড়ে আছে। অন্য অংশে শোষিত, বঞ্চিত, নীচু জাত বলে ঘৃণিত শ্রেণিভুক্ত অভাগী এবং তার পুত্র কাঙালীর যাপিত জীবন-যন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে।

চরিত্র পরিচিতি (Character)

অভাগী : 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র অভাগী। জন্মের পর মায়ের মৃত্যু হলে বাবা বিরক্ত হয়ে তার এমন নাম রাখেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অভাগ্য অভাগীর নিত্যসঙ্গী। অনেক দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে অভাগী বড় হয়। তার বিয়ে হয় পালকি বহনকারী হিন্দু সম্প্রদায়ের নিচু জাতের মানুষ রসিক দুলের সঙ্গে। এক সন্তান হওয়ার পর স্বামী তাকে ছেড়ে আরেকটি বিয়ে করে অন্য গ্রামে চলে যায়। তখন বুকের মানিক পুত্র কাঙালীকে নিয়েই নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। অনেক সাধাসাধি সত্ত্বেও সে দ্বিতীয় বিয়ে করেনি। সে স্নেহময়ী মা, পতিপরায়ণা স্ত্রী এবং হিন্দু ধর্মের আচার-সংস্কারে বিশ্বাসী সরল প্রকৃতির নারী। উঁচু জাতের ধনী বাড়ির গৃহকর্ত্রীর শবযাত্রায় আড়ম্বরতা এবং সৎকারের ব্যাপকতা দেখে অভাগী। চন্দন, সিঁদুর, আলতা, মালা, ঘি, মধু, ধূপ, ধুনা আর অগ্নির ধোঁয়ায় মুখুয্যে বাড়ির গিন্নি স্বর্গে গমন করেছেন। অভাগী ভাবে স্বামীর পায়ে ধূলি নিয়ে মৃত্যু শেষে পুত্র মুখাগ্নি করলে সেও স্বর্গে যাবে। তখন আর নিচু জাত বলে কেউ তাকে ভর্ৎসনা করতে পারবে না। কারণ নিচু জাত বলে অভাগী বামুন মায়ের শবযাত্রা দূরে দাঁড়িয়ে দেখেছে। বাগদি দুলের ঘরে কেউ ওষুধ খেয়ে বাঁচে না বলে উনানে বড়ি ফেলে দিয়ে অভাগী নিচু জাতের যন্ত্রণা প্রকাশ করেছে। অভাগ্যের হাত থেকে নিজেকে মুক্তি দিতে লড়াই করলেও অভাগী হিন্দু ধর্মের নানা রীতি, আচার, সংস্কার মেনে চলেছে। সে হিন্দু সমাজে নিচু জাতের অধিকারবঞ্চিত নারীর প্রতিনিধি।

কাঙালী : 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্র কাঙালী। সে গরিব-দুঃখী নিচু জাতের ছেলে। তার মা অভাগী এবং বাবা রসিক দুলে। বাবা তাদেরকে ফেলে অন্যত্র চলে গেলে মা-ই তাকে বড় করে তুলেছে। তার বয়স পনেরো বছর। সে বেতের কাজ শিখেছে। মায়ের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস এবং গভীর ভালোবাসা। তার চরিত্রে মাতৃভক্তি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, দায়িত্ববোধসম্পন্ন মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে। ছোট থেকেই কাঙালী বেশ রুগ্‌ণ ছিল। সে মায়ের কথা ছেলেবেলা থেকেই বিশ্বাস করে আসছে। তাই মায়ের মুখে শোনা মৃত্যুর পর বামুন মায়ের রথে চড়ে স্বর্গে যাওয়ার কথা সে মেনে নেয়। মায়ের শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে মায়ের শব দাহ করার কাঠের জন্য জমিদারের গোমস্তা অধর রায়, ঠাকুরদাস মহাশয় প্রমুখের কাছে গিয়েছে। তারা কেউ তাকে সাহায্য করেনি। বরং তাকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। দুঘণ্টা ছোটাছুটি করে অবশেষে কাঙালী নদীর চরে গর্ত খুঁড়ে তার মা অভাগীর মৃতদেহ মাটিচাপা দেয়। এখানে মায়ের প্রতি এক কিশোর সন্তানের দায়িত্ববোধের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ চরিত্রের মধ্য দিয়ে নিচু শ্রেণির হতদরিদ্র মানুষের দুঃখ-কষ্ট, জীবনযন্ত্রণার প্রতিফলন ঘটেছে।

অধর রায় : 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের অন্যতম পুরুষ চরিত্র অধর রায়। তিনি গ্রামের কাছারির কর্তা। জমিদারের গোমস্তা। খাজনা আদায় করতে তিনি প্রজাপীড়ন করেন। দরিদ্র নিচু জাতের মানুষকে তিনি সহ্য করতে পারেন না। তার আঙিনায় নিচু জাতের কেউ গেলে গোবর-জল ছিটিয়ে দিতে বলেন। কাঙালী তার মায়ের শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে সৎকারের কাঠ চাইলে তিনি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। কাঠের জন্য পাঁচ টাকা আনতে বলে কাঙালীর সঙ্গে অমানবিক আচরণ করেছেন। তার চরিত্রের মধ্য দিয়ে সামন্তবাদের নির্মম রূপটি ফুটে উঠেছে।

রসিক দুলে : রসিক দুলে 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের অভাগীর স্বামী এবং কাঙালীর পিতা। জীবনে স্ত্রী-সন্তানকে ভরণপোষণ, স্নেহ-ভালোবাসা না দিলেও কাঙালীর ডাকে সে অসুস্থ স্ত্রী অভাগীকে পায়ের ধুলো দিতে গিয়েছে। অভাগীর পতিভক্তি দেখে সে অনুশোচনায় কেঁদেছে। তার শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে কুড়াল নিয়ে বেলগাছ কাটতে গিয়েছে। এ কাজ করতে গিয়ে সে জমিদারের দারোয়ানের হাতে মার খেয়েছে।

দারোয়ান : জমিদারের দারোয়ান। সে হিন্দুস্থানি। বদমেজাজি লোক। নীচ জাতের লোকদের সে ঘৃণা করে। মৃতদেহ স্পর্শকারীর গায়ে সে হাত দিতে যায় না অশৌচের ভয়ে।

ঈশ্বর নাপিত : ঈশ্বর নাপিত 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের অভাগীর গ্রামের লোক। সে মানুষের নাড়ি দেখতে জানত। তাই কেউ মারা গেলে সে নাড়ি পরীক্ষা করে দেখত। নাড়ি না চললে তার মুখ গম্ভীর হয়ে যেত এবং সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সবাইকে মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করত।

বিন্দির পিসি : 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের একটি অপ্রধান চরিত্র বিন্দির পিসি। এ চরিত্রের উল্লেখ আছে বিকাশ নেই। এ চরিত্র উল্লেখ করে নিচু শ্রেণির মানুষের দারিদ্র্যের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বিন্দির পিসি উত্তরীয় কেনার মূল্যস্বরূপ ভাত খাওয়ার পিতলের কাঁসিটি বাঁধা দিতে গিয়েছে।

সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্ন নিজে নিজে সহজে উত্তর করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সমৃদ্ধ বিভিন্ন পাঠের সমন্বয়ে প্রণীত

www.abswer.com

www.abswer.com

পাঁড়ে : 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের অপ্রধান খল চরিত্র পাঁড়ে। সে গোমস্তা অধর রায়ের হুকুমের চাকর। অধর রায়ের হুকুমে কাঙালীকে সে গলা ধাক্কা দিয়ে কাছারিবাড়ি থেকে বের করে দেয়।

রাখালের মা : 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের অপ্রধান নারী চরিত্র রাখালের মা। কাঠ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ কাঙালীর হাতে সে একটি খড়ের আঁটি জ্বালিয়ে দিয়েছিল অভাগীর মুখাগ্নি করার জন্য। সে অভাগীর অভাগ্যের কথা বিবেচনা করে তাকে উদ্দেশ করে বলেছিল– 'এমন সতীলক্ষ্মী বামুন-কায়েতের ঘরে না জন্মে, ও আমাদের দুলের ঘরে জন্মালে কেন!'

মুখোপাধ্যায় মহাশয় : 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের অন্যতম পুরুষ চরিত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়। অর্থ-সম্পদের অধিকারী হলেও সে অমানবিক। সে সামন্তবাদী শোষকশ্রেণির প্রতিনিধি। কাঙালী তার মায়ের সৎকারের কাঠের কথা জানালে সে তাকে এখানে কিছু হবে না বলে তাড়িয়ে দিয়েছে। নিজের কাঠের দরকারের কথা জানিয়ে নিচু শ্রেণির প্রতি তার নির্মমতা প্রকাশ করেছে।

অন্যান্য চরিত্র : 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে বিকাশহীন অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে জমিদার, ভট্টাচার্য মহাশয়, কবিরাজ প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে।

শব্দার্থ ও টীকা (Word Meaning)

পাঠ-১ : বোর্ডবইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত 'বাংলা সাহিত্য' বইটি দেখ)

পাঠ-২ : বোর্ডবইয়ের অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

উৎসব – আনন্দানুষ্ঠান, ধুমধাম, আনন্দানুভূতি, আহ্লাদ।
শবযাত্রা – দাহ বা কবরস্থ করার জন্য শ্মশানে বা কবরস্থানের উদ্দেশ্যে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া।
সান্ত্বনা – প্রবোধ, আশ্বাস বাক্য দিয়ে শান্তকরণ।
কুটির – কুঁড়েঘর, দরিদ্রের অতি ক্ষুদ্র গৃহ, গরিবের অতি ছোট ঘর।
শ্মশান – শবদাহ স্থান, যেখানে মৃতদেহ পোড়ানো হয়।
উপকরণ – উপাদান, কার্যসাধনের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু, নৈবেদ্য প্রভৃতি উপাচার।
উৎসুক – ব্যগ্র, অধীর, উৎকণ্ঠিত, উন্মনা, আগ্রহান্বিত।
চিতা – শবদাহের অগ্নিকুণ্ড, মৃতদেহ পোড়ানোর জন্য নির্মিত চুলা।
আশীর্বাদ – কল্যাণ প্রার্থনা, মঙ্গল কামনা, শুভেচ্ছা, দোয়া।
পরিজন – পরিবারের লোক, আত্মীয়স্বজন, পোষ্যবর্গ, পরিচারক, সেবক।
ইয়ত্তা – পরিমাণ, সংখ্যা, সীমা।
নিরীক্ষণ – মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা, যত্ন সহকারে অবলোকন, অভিনিবেশের সঙ্গে দর্শন।
হুঁশ – চেতনা, চৈতন্য, অনুভূতি, সতর্কতা, সাবধানতা, জ্ঞান।
অশ্রুপাত – ক্রন্দন, কান্না।
প্রতিবাদ – কোনো উক্তির বিরুদ্ধে বলা, আপত্তি জানানো, খণ্ডনের নিমিত্ত বিরুদ্ধ যুক্তি, বিতর্ক।
স্নান – গোসল, নাওয়া, সম্পূর্ণ শরীর ধৌতকরণ।
সৎকার – হিন্দু শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াকর্ম, সৎক্রিয়া।
মূঢ়তা – বোকামি, আহম্মকি, বিবেচনাশূন্যতা, মূর্খতা।
আমরণ – মরণ অবধি, মৃত্যু পর্যন্ত।
পরিহাস – ঠাট্টা, তামাশা, কৌতুক।
অব্যাহতি – নিস্তার, মুক্তি, পরিত্রাণ।
অভাগ্য – দুর্ভাগ্য, ভাগ্যহীন, হতভাগ্য, দুরদৃষ্ট।
যুঝিতে – যুদ্ধ করতে, লড়াই করতে।
অভ্যাস – প্রতিনিয়ত আচরণজাত স্বভাব, শিক্ষাহেতু বারবার আবৃত্তি বা চেষ্টা, পরিচয়, অভিজ্ঞতা।
নিকে – বিয়ে, দ্বিতীয় বিয়ে, বিধবা বিয়ে।
পরামর্শ – উপদেশ, যুক্তি, মন্ত্রণা, বিচার, বিবেচনা।
উৎপাত – দৌরাত্ম্য, দৈব বিপদ, উপদ্রব।
উপদ্রব – অমঙ্গলজনক ঘটনা, অত্যাচার, দৌরাত্ম্য, উৎপাত, বিপদ।
রূপকথা – উপকথা, অসম্ভব কাল্পনিক কাহিনি।
প্রলুব্ধ – অতিশয় লোভাতুর, খুব লোভযুক্ত।
রাজপুত্তুর – রাজপুত্র, রাজার ছেলে, শাহজাদা, রাজকুমার।
কোটালপুত্তুর – নগর-রক্ষকের ছেলে, কোতোয়ালের পুত্র।
পক্ষীরাজ – পক্ষীদের রাজা, পাখিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, রূপকথার কাল্পনিক পাখাযুক্ত ঘোড়া– যা পাখির মতো উড়তে পারে।
উপকথা – রূপকথা, অসম্ভব কাল্পনিক কাহিনি, উপাখ্যান।
বিচ্ছেদ – বিয়োগ, মনান্তর, ছাড়াছাড়ি, বিরতি, বিরাম, বিশ্রাম।
ব্যাপ্ত – বিস্তৃত, প্রসারিত, পরিপূর্ণ, আচ্ছন্ন।
পরিসমাপ্ত – সম্যকভাবে শেষ, বিশেষভাবে অতীত, সম্যকভাবে অবসান।
আয়োজন – উদ্যোগ, চেষ্টা, সংগ্রহ, জোগাড়।
উনান – উনুন, চুলা।
অব্যর্থ – কখনো বিফল হয় না এরূপ, অমোঘ, সার্থক।
প্রবৃত্ত – নিযুক্ত, ব্যাপৃত, আরম্ভ হয়েছে এমন।
উপদেশ – করণীয় সম্পর্কে নির্দেশ, পরামর্শ, মন্ত্রণা।
উদ্যত – প্রবৃত্ত, উদ্যোগী, উদ্যমশীল।
হতবুদ্ধি – স্তম্ভিত, ভ্যাবাচ্যাকা, কিংকর্তব্যবিমূঢ়।
অশন-বসন – আহার ও পোশাক, খাদ্যদ্রব্য ও পরিচ্ছদ।
অগোচরে – বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়ের অতীতে, অজ্ঞাতে, অপ্রকাশ্যে, অপ্রত্যক্ষভাবে।
অশ্রাব্য – শোনার অযোগ্য, অশ্লীল, কুৎসিত, কুরুচিপূর্ণ।
অশৌচ – অশুদ্ধি, হিন্দুমতে আত্মীয়বর্গের মরণাদির জন্য দেহাশুদ্ধি।
অনুমতি – সম্মতি, অনুমোদন, অনুকূলমতি।
অনুগ্রহ – দয়া, কৃপা, করুণা, সহায়তা, আনুকূল্য।
হুকুম – আদেশ, নির্দেশ, অনুমতি, আজ্ঞা।
অভিলাষ – ইচ্ছা, বাসনা, স্পৃহা, আকাঙ্ক্ষা।
কাছারি – জমিদারের বা নায়েবের দপ্তর, জমিদারের খাজনা আদায় বিচার নির্বাহ ইত্যাদির স্থান।
গোমস্তা – তহসিলদার, খাজনা আদায়কারী।
অসঙ্গত – অযৌক্তিক, যুক্তিবিরুদ্ধ, অন্যায্য, অবিহিত, অবান্তর।
গোচর – ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়, দৃষ্টি বা প্রভাবের ক্ষেত্র, অবগতি।
প্রতিবিধান – প্রতিকার, নিবারণ, বাধাপ্রদান, নিবারণের উপায়, দমন, প্রতিশোধ।
অনভিজ্ঞ – অভিজ্ঞতাহীন, অজ্ঞ, আনাড়ি।
উদ্‌ভ্রান্ত – বুদ্ধিনাশ, রুষ্ট, ক্রোধবিশিষ্ট।
খাজনা – সরকারকে দেয় কর বা শুল্ক, রাজস্ব, ভূমিকর।
বিকৃত – বিকট, বীভৎস, বিকারপ্রাপ্ত, অস্বাভাবিক রূপ।
অপরাধ – দোষ, ত্রুটি, আইনবিরুদ্ধ কাজ, দণ্ডনীয় কর্ম, পাপ, অধর্ম।
নির্বিকার – বিকারশূন্য, নির্লিপ্ত, উদাসীন।
সমারোহ – আড়ম্বর, জাঁকজমক, সম্যক, আরোহণ।
তত্ত্বাবধান – পরিদর্শন, পরিচালন, দেখাশুনা, রক্ষণাবেক্ষণ।
আবদার – বায়না, অসঙ্গত দাবি, অন্যায় অনুরোধ।
প্রস্থান – চলে যাওয়া, যাত্রা, প্রয়াণ।
ফর্দ – তালিকা, ফিরিস্তি, খণ্ড বা টুকরা, ফালি।
প্রার্থনা – আবেদন, মোনাজাত।
অভিজ্ঞতা – সাধনা বা বহুদর্শিতা দ্বারা লব্ধ জ্ঞান।
চিহ্ন – ছাপ, নিদর্শন, দাগ, পরিচয়, অভিজ্ঞান।
বিলুপ্ত – অন্তর্হিত, বিলোপপ্রাপ্ত, বিলীন।
স্তব্ধ – নিশ্চল, নিঃস্পন্দ, নিঃসাড়, বাকরুদ্ধ, সংজ্ঞাহীন, স্তম্ভিত, পলকহীন, অবাক।

www.abswer.com

www.abswer.com

বানান সতর্কতা (Orthography)

বর্ষীয়সী, বৃদ্ধ, সংগতিপন্ন, শবযাত্রা, বধূ, চর্চিত, পদধূলি, পুষ্প, পঞ্চাশ, হরিধ্বনি, কুটির, প্রাঙ্গণ, শ্মশান, পূর্বাহ্ণ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, প্রশস্ত, পর্যাপ্ত, উৎসুক, পুত্রহস্ত, উজ্জ্বল, স্বর্গারোহণ, মন্ত্রপূত, ইয়ত্তা, প্রজ্বলিত, অজস্র, ধুঁয়া, অশ্রুপাত, আশঙ্কা, ম্লান, সৎকার, মূঢ়তা, অন্তরীক্ষ, ক্ষান্ত, ভ্যাংচানো, উর্ধ্বদৃষ্ট, ছোট্ট, বিস্ময়, গ্রামান্তর, আশ্চর্য, শশব্যস্ত, উপদ্রব, কোটালপুত্তুর, ঘেঁষিয়া, সুধাবর্ষণ, কাঙালীচরণ, উনান, ঈশ্বর, সঞ্চিত, আচ্ছন্ন, অশন-বসন, অশ্রাব্য, হিন্দুস্থানি, অশৌচ, উর্ধ্বশ্বাস, সন্ধ্যাহ্নিক, অনভিজ্ঞ, উদ্‌ভ্রান্ত, ক্রুদ্ধ, অনুক্ষণ, মুহূর্ত, স্মরণ, পোঁতা, পাঁড়ে, গলাধাক্কা, শ্রাদ্ধ, তত্ত্বাবধান, প্রস্থান, ফর্দ, ব্যস্তসমস্ত, স্তব্ধ, ভুক্তাবশেষ, মুষ্টিযোগ, প্রসন্নমুখ, মুখুয্যে, পক্ষীরাজ, মস্তিষ্ক, তপ্তনিশ্বাস।

চৌম্বক তথ্য (Magnetic Information)

- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা কথাসাহিত্যে দুর্লভ জনপ্রিয়তার অধিকারী। তাঁকে বাংলা সাহিত্যের 'অপরাজেয় কথাশিল্পী' বলা হয়।
- 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পটি সুকুমার সেন সম্পাদিত 'শরৎ সাহিত্য সমগ্র' গ্রন্থের ১ম খণ্ড থেকে সংকলিত হয়েছে।
- ধানের কারবার করে অতিশয় সংগতিপন্ন হওয়া ঠাকুরদাস মুখুয্যের স্ত্রী সাত দিনের জ্বরে মারা যান। তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ঘটা উল্লেখ করে গল্পকার সমাজে উচ্চবিত্তদের অবস্থান তুলে ধরেছেন।
- কাঙালীর মা অভাগীর মাধ্যমে সমাজের নিম্নশ্রেণির জনগণের দারিদ্র্য জীবন চিত্রিত হয়েছে।
- সমাজে তথাকথিত অস্পৃশ্য শ্রেণির ছোট জাত দুলে বউ অভাগী এবং তার ছেলে কাঙালীর মাধ্যমে সন্তানের প্রতি মায়ের চিরন্তন স্নেহ-মমতার দিকটি উন্মোচিত হয়েছে।
- গল্পের অধর রায় চরিত্রটি তৎকালীন সমাজের সামন্তশ্রেণির প্রতিনিধি।
- শত অত্যাচার করার পরও স্বামী রসিক দুলের প্রতি অভাগীর ভালোবাসায় বাঙালি গৃহবধূর স্বামীভক্তির দিকটিই উন্মোচিত হয়েছে।
- কাঙালীর ওপর অধর রায়ের আচরণ তৎকালীন সমাজের জাতি-বর্ণ-গোত্র ভেদ এবং সামন্তশ্রেণির নির্দয়তার দিকটি উঠে এসেছে।

পাঠ বিশ্লেষণ (Text Analysis) — জটিল ও দুরূহ পাঠ সহজীকরণ

▸ **বর্ষীয়সী—**
অতিশয় বৃদ্ধা। সকলের চেয়ে বয়স বেশি। স্ত্রীবাচক শব্দ।

▸ **অতিশয় সঙ্গতিপন্ন—**
অনেক সম্পত্তির মালিক বা ধনী লোক। ধন-সম্পদে সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন লোক।

▸ **ধুমধামের শবযাত্রা—**
মৃতদেহ সৎকার করার জন্য আড়ম্বরপূর্ণভাবে যাত্রা করা।

▸ **পুষ্পে, পত্রে, গন্ধে, মাল্যে, কলরবে—**
ফুল, পাতা, সুগন্ধি, মালা এবং মানুষের কলধ্বনিকে বোঝানো হয়েছে।

▸ **অভাগীর জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্ক—**
দুলের মেয়ে অভাগী রোগশয্যায় শায়িতা। অর্থের অভাবে চিকিৎসা করানো হচ্ছে না। তাই তার হতভাগ্য জীবন শেষ হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ পেয়েছে।

▸ **নাড়ী দেখিতে জানিত—**
গ্রাম্য কবিরাজরা রোগীর কব্জির নাড়ির কম্পন অনুভব করে রোগ নির্ণয় করেন।

▸ **মা শুধু একটু তোমার পায়ের ধুলো চায়—**
কথাটি দ্বারা বাঙালি বধূর স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি ও ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। যে স্বামী তাকে ত্যাগ করেছে, অভাগী সংস্কারবশত সেই স্বামীরই পদধূলি মাথায় ধারণ করতে চাওয়ায় চিরায়ত বাঙালি নারীর মনের কথা প্রকাশ পেয়েছে।

▸ **কাঙালীর মা ছোটজাত—**
হিন্দুধর্মে জাতপাতের এক অতি ঘৃণ্য সংস্কার রয়েছে। মানুষকে ছোট-বড় ভেদাভেদ করা মনুষ্যত্বের পরিচয় বহন করে না। লেখক হিন্দু সমাজের এই অসংগতির প্রতি কটাক্ষ করেছেন উক্ত বাক্যে।

▸ **অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া—**
মৃত ব্যক্তির সৎকার। মৃতের জন্য অন্তিম বা শেষ অনুষ্ঠান।

▸ **রাজপুত্তুর, কোটালপুত্তুর—**
প্রাচীন বাংলা রূপকথার দুটি প্রধান চরিত্র।

▸ **নিস্তব্ধ পুত্রের কর্ণে সুধা বর্ষণ করিয়া চলিতে লাগিল—**
রুগ্ণ মায়ের গল্প বলার স্বর সন্তানের কানে সুধা ঢেলে দিতে লাগল। মা-ছেলের স্নেহের বন্ধন এবং অনাগত বিচ্ছেদের করুণ সুর বাক্যটিতে উপস্থাপিত হয়েছে।

▸ **ইন্দ্রজাল—**
জাদুবিদ্যা। এখানে গল্পের মাধ্যমে মুগ্ধ বা মোহিত করে রাখার ক্ষমতাকে বোঝানো হয়েছে।

▸ **গোমস্তার নির্বিকার চিত্তে দাগ পর্যন্ত পড়িল না—**
গল্পকার উক্ত বাক্যের মাধ্যমে অত্যাচারী জমিদার ও তার কর্মচারীদের মনের নির্দয়তার চিত্র এঁকেছেন।

▸ **মায়ের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া দিল—**
মায়ের মৃত্যুর পর তার সমাধি দেওয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের সামনে মায়ের শেষ চিহ্ন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

▸ **কাঙালী উর্ধ্বদৃষ্টে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল—**
সংসারে একমাত্র মা ছিল কাঙালীর সহায়। সেই মা তাকে ছেড়ে পরপারে পাড়ি জমাল। এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে সে একেবারে একা, তাই বিহ্বল পলকহীন চোখে মহাশূন্যে চেয়ে থাকে।

পাঠ্যবইয়ের কর্ম-অনুশীলনমূলক কাজ ও সমাধান — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে প্রণীত

১ তোমার দেখা ধনী পরিবারের কারো মৃত্যু ও গরিব পরিবারের কারো মৃত্যু ঘটনার তুলনামূলক বিবরণ দাও।

উত্তর : আমার দেখা ধনী পরিবারের কারও মৃত্যু ও গরিব পরিবারের কারও মৃত্যু ঘটনার তুলনামূলক বিবরণ নিচে দেওয়া হলো—

ধনী পরিবারের একজনের মৃত্যুর ঘটনা

চৌধুরী পরিবারের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ছিলেন হাসান চৌধুরী। তাঁর ছেলে-মেয়েরা দেশে-বিদেশে সবাই প্রতিষ্ঠিত। হঠাৎ স্ট্রোক হয়ে মারা গেছেন। তাকে ঘিরে ধনী ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, আমলাদের ভিড় জমে উঠল। আমরা প্রতিবেশী বলে তাঁর কাছে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। ভিড় ঠেলে দাদার সঙ্গে হাসান চৌধুরীর কফিনের কাছে গেলাম। দেখলাম পুরো কফিন কাঁচা ফুলের মালায় ঢাকা। একজন লোক ক্যামেরায় ছবি তুলছে। যারা তাঁকে দেখতে আসছে তাদের সবাইকে ক্যামেরাবন্দি করছে আরেকজন ভিডিও ক্যামেরায়।

www.abswer.com

www.abswer.com

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, সেটি কোনো মৃত্যু উৎসব কিনা। যাই হোক, হাসান চৌধুরী আমার দাদার ছাত্র ছিলেন। দাদার স্কুলেই তিনি পড়তেন। ছাত্র হিসেবে বেশ মেধাবী ছিলেন। আর চৌধুরী বাড়ির অন্য সবার চেয়ে আচরণও তার ভালো ছিল। ঢাকায় জানাজা শেষে তাকে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে। এখানে তাঁর দ্বিতীয় জানাজা হবে, বাদ জোহর। ঈদগাহ্ মাঠে তাঁর জানাজার আয়োজন করা হয়েছে। মাইক্রোবাসে করে তাঁর মৃত্যুর খবর প্রচার করা হচ্ছে মাইকে। চৌধুরীদের পারিবারিক গোরস্তানে কবর খোঁড়া হচ্ছে। একপাশে ট্রাক থেকে ইট, সিমেন্ট, টাইলস নামানো হচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানলাম, আজই তার কবর বাঁধানো হবে। একজন এসে মৃত্যুর তারিখ, জন্ম তারিখ, সময়, তাঁর পরিচিতি লিখে নিয়ে ফোন করে নামফলক তৈরিকারীকে জানিয়ে দিল। চৌধুরীদের কাছারি ঘরের কাছে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, সেখানে অনেকেই আরাম করে সোফায় বসে চা পান করছেন। চৌধুরীর মৃত্যুর সংবাদ শুনে আসা অতিথিদের আপ্যায়নে মহাব্যস্ত ঐ বাড়ির চাকর-বাকররা। ঈদগাহ্ মাঠের ইমাম সাহেবকে গোরস্তানের কাছে দাঁড়িয়ে ঘনঘন ঠোঁট নাড়াতে আর তসবি টানতে দেখলাম। আশ্চর্য হলাম এই ভেবে যে, সারা বাড়িতে কাউকে কাঁদতে দেখলাম না। আমার ঐদিনই ঢাকায় ফিরে আসতে হবে। পরদিন স্কুল খোলা। হারু মামা এসেছেন আমাকে নিতে। তার সঙ্গে আমি ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা দিলাম।

গরিব পরিবারের একজনের মৃত্যুর ঘটনা

হারু মামা আমাদের পুরনো ড্রাইভার। আমাদের অত্যন্ত বিশ্বস্ত মানুষ। আমরা গ্রাম থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় ওঠার সময় হারু মামার ফোন এলো। মামা গাড়ি নিরাপদে দাঁড় করিয়ে ফোন ধরলেন। ফোন ধরেই থমকে গেলেন। মামার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম বিষাদের ছায়া। মামা কিছু বলছেন না। তার ঠোঁট কাঁপছে, তিনি কানের কাছে ফোন সেট ধরে শুধু শুনে যাচ্ছেন। আমি দেখলাম, তার দু'চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। আমি তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই তিনি বললেন– "আমার ছোট ভাই নীরু রোড অ্যাক্সিডেন্টে...।" আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। নীরু মামা আমাকে তাদের গ্রাম দেখাতে নিয়ে এসেছিলেন। আমাদের গ্রামের পাশেই তাদের গ্রাম। আমি হারু মামাকে গাড়ি ঘোরাতে বললাম। মামা ড্রাইভিং সিটে বসে কাঁদছেন। আমি মামাকে আমার সিটে বসিয়ে, গাড়ি ঘুরিয়ে নীরু মামাদের বাড়ির দিকে চালাতে শুরু করলাম। মিনিট দশের মধ্যে আমরা চলে এলাম। দূর থেকেই লোকজনের কান্না শুনতে পেলাম। আমি গাড়ি নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছি। হারু মামা আমাকে থামালেন। আমরা দুজন নেমে গিয়ে দেখলাম, নীরু মামার রক্তাক্ত লাশ ঘিরে মানুষের জটলা। জমির মেম্বার এসেছেন। নীরু মামার বড় ছেলে আমার বয়সী নূরুল এসে হারু মামাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল। গ্রামের লোকজন কেউ কেউ বলতে লাগল, এত বড় সংসার, নীরুর আয়-রোজগারেই চলত। এখন কীভাবে যে চলবে সেটাই বড় সমস্যা। হারু মামা পকেট থেকে পাঁচশত টাকা দিয়ে আবু মোল্লা নামের একজনকে ডেকে বললেন, "যা, কাপড় নিয়ে আয়। আমি চেয়ারম্যানকে বলে লাশ কাটা-ছেঁড়া না করার বন্দোবস্ত করি।" তখন জমির মেম্বার বললেন– "সে ব্যবস্থা করেছি হারু ভাই। তুমি দাফন-কাফনের ব্যবস্থা কর। আমার আবার চেয়ারম্যান সাহেবের সঙ্গে হাসান চৌধুরীর জানাজায় যেতে হবে, আমি যাই।" আমি তার কথা শুনে মনে মনে বললাম, নীরু মামা গরিব বলেই তাঁর প্রতিবেশী হয়েও মেম্বার তাঁকে রেখে আরেক গ্রামে চৌধুরীকে দাফন করতে চলে গেল। নীরু মামার মৃত্যুর খবর জানানোর জন্য কোনো মাইকেরও ব্যবস্থা হয়নি। স্থানীয় মসজিদের ইমাম সাহেবকে খবর দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন হাসান চৌধুরী সাহেবের জানাজা থেকে ফেরার পথে নীরুকে জানাজা দিয়ে যাবেন। হারু মামাদের পুরনো গোরস্তানের কাছে গিয়ে দেখলাম দুজন লোক জঙ্গল পরিষ্কার করছে। একজন বৃদ্ধ লোক তাদেরকে বললেন– "আরে ঐ হানে না, ঐহানে হারুর দাদার কব্বর, ঐ হেওড়া গাছটার গোড়া থেইক্কা তিন কব্বর বাদ দিয়া কুপ দে।" তারা তাই করল। সেখানে একটি কবরও বাঁধানো নেই। কেউ বাঁধাবে তারও কোনো লক্ষণ নেই। আমি দাদাকে খবর দিতে চাইলে হারু মামা বাধা দিয়ে বললেন, 'খবর পেলে চাচা চলে আসবেন, চৌধুরী সাহেবের জানাজায় উনি না গেলে তোমাদের বদনাম হবে। তাকে জানানোর দরকার নেই। জানাজা হলেই আমরা ঢাকায় ফিরে যাব।' হারু মামার কথা শুনে আমি অবাক হলাম। নিজের ভাইয়ের সৎকারের মুহূর্তেও আমাদের সুনাম-বদনামের ভাবনা তার মাথা থেকে যায়নি। তবু আমি তার কথার উপর আর কথা বলতে পারলাম না।

২ কাঙালী তার মায়ের প্রতি যে মাতৃভক্তি দেখিয়েছে, এরকম কোনো ঘটনা লিপিবদ্ধ কর।

উত্তর : কাঙালী তার মায়ের প্রতি যে মাতৃভক্তি দেখিয়েছে এ রকম একটি ঘটনা আমার মনে পড়ে। ঘটনাটি নিচে দেওয়া হলো–

আকবরের মাতৃভক্তি

আমরা গ্রামের বাড়ি থেকে ফিরছিলাম। গ্রামের রাস্তার শেষ মাথা পর্যন্ত আমি গাড়ি চালালাম। তারপর বড় রাস্তায় এসে হারু মামা চালালেন। ছুটির দিন, রাস্তা ফাঁকা। হারু মামা তার স্বাভাবিক গতিতেই চালাচ্ছেন। মামার মনের অবস্থা আমি জানি। তার দায়িত্ববোধ সম্পর্কে আমরা বহুদিন ধরে পরিচিত। তিনি কখনো নিজের ক্ষতির কথা ভাবেন না, ভাবেন আমাদের কথা। আমাদের কারও কোনো ক্ষতি হোক তা তিনি কখনই চান না। গ্রামের বাড়িতে সারাদিন অনেক ঝামেলা শেষে গাড়িতে বসে এসি অন করতেই আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। হঠাৎ গাড়ি ব্রেক করায় আমার ঘুম ভাঙল। আমি দেখলাম হারু মামা ৮/৯ বছরের একটা বাচ্চা ছেলেকে আমাদের গাড়ির সামনে থেকে সরিয়ে রাস্তার পাশে নিয়ে যাচ্ছেন। আমিও গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, রাস্তার এক পাশে ছেঁড়া কাঁথা দিয়ে একটা লাশ ঢেকে রাখা হয়েছে। পুরনো চাটাইটির দুই মাথা খোলা বলে পা এবং মাথার অনেকটা অংশ ধুলায় পড়ে আছে। ছেলেটি তার পাশেই শার্ট বিছিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করছে। সেখানে দুই টাকা, পাঁচ টাকা, ভাংতি পয়সা পড়ে আছে। টাকার নোটগুলো ইটের টুকরা দিয়ে চাপা দেওয়া। ছেলেটি আমার কাছে এসে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "স্যার, আমার মা মইরা গ্যাছে, আমার কেউ নাই, আমার মায়ের দাফুন-কাফুনের লাইগ্যা এট্টু সাইজ্জ করেন স্যার!" হারু মামার দিকে তাকিয়ে দেখলাম তিনি চোখ মুছছেন। আমার তন্দ্রা চলে গিয়েছে। আমার মনে পড়ল মায়ের কথা। মা আমাকে ছোটখাটো কোনো কাজ করতে বললে করি না, আমি অলসতা করি। আর এই ছেলেটি মায়ের মৃত্যুর পর অসহায় হওয়া সত্ত্বেও মায়ের প্রতি কত যত্নবান! মাকে দাফন-কাফনের জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে মানুষের কাছে হাত পেতে ভিক্ষা চাইছে। হারু মামার হাতের স্পর্শে আমি ভাবনা থেকে বাস্তবে ফিরে এলাম। ছেলেটির কাছে সব শুনলাম। চিকিৎসার জন্য মায়ের গয়না জিনিসপত্র সব বিক্রি করে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিল, ভালো হয়নি। সেখানেই মরেছে। বাড়ি নিয়ে যাওয়ার ভাড়া নেই বলে নিতে পারছে না। সেখান থেকে একজন ভ্যানগাড়িচালক এখানে রেখে গেছে। আমি জানতে চাইলাম, বেওয়ারিশ লাশ দাফনের জন্য আঞ্জুমানে মুফিদুল ইসলামে ফোন করব কিনা। আমার কথা শুনে ছেলেটি আরও বেশি কাঁদতে লাগল। শেষে কান্না থামিয়ে বলল– তার মা মরার সময় তাকে বলেছে, "আকবর, আমারে তর বাপের কবরের পাশে কবর দিস বাবা।" তাই সে মাকে তার বাবার কবরের পাশে কবর দিতে চায়। হারু মামা একটি ভ্যানগাড়ি থামিয়ে লাশ তোলার ব্যবস্থা করলেন। তারপর ছেলেটির হাতে ২০০ টাকা দিয়ে বললেন, "যা, তোর মাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে তোর বাবার পাশে কবর দে।" তারপর আমরা গাড়ি নিয়ে ৪/৫ কিলোমিটার এগিয়ে একটি বড় বাজার পেলাম। সেখান থেকে কাফনের কাপড়, সাবান, আগরবাতি, গোলাপজলসহ প্রয়োজনীয় সবকিছু কিনে গাড়ি ঘুরিয়ে আবার ঐ ভ্যানগাড়িতে ছেলেটির কাছে গেলাম। তাকে মৃতের সৎকারে সব জিনিসপত্র বুঝিয়ে দিলাম। ছেলেটি তখন আমার পা ছুঁয়ে বলল– "স্যার, আল্লাহ আপনার অনেক ভালো করুক।" তখন আমার মায়ের কথা মনে পড়ল। আমি মনে মনে ঠিক করলাম, আমি মায়ের সব কথা শুনব। তারপর আমরা যখন ঢাকায় ফিরলাম তখন রাত ১১টা ৪০ মিনিট। পরদিন থেকে যথারীতি স্কুল, পরীক্ষা চলতে থাকল।

www.abswer.com

www.abswer.com

PART 03 অনুশীলন Practice

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য ১০০% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে অনুচ্ছেদের ধারায় সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

সৃজনশীল অংশ CREATIVE SECTION

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে প্রণীত

প্রশ্ন ১ ▸ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর ১নং সৃজনশীল প্রশ্ন

এই নিষ্ঠুর অভিযোগে গফুর যেন বাক্‌রোধ হইয়া গেল। ক্ষণেক পরে ধীরে ধীরে কহিল, কাহন খানেক খড় এবার ভাগে পেয়েছিলাম। কিন্তু গেল সনের বকেয়া বলে কর্তামশায় সব ধরে রাখলেন। কেঁদে কেটে হাতে পায়ে পড়ে বললাম, বাবু মশাই, হাকিম তুমি, তোমার রাজত্ব ছেড়ে আর পালাব কোথায়? আমাকে পণদশেক বিচুলি না হয় দাও। চালে খড় নেই। বাপ বেটিতে থাকি, তাও না হয় তালপাতার গোঁজাগাঁজা দিয়ে এ বর্ষা কাটিয়ে দেব, কিন্তু না খেতে পেয়ে আমার মহেশ যে মরে যাবে।

ক. কাঙালীর বাবার নাম কী? ১

খ. 'তোর হাতের আগুন যদি পাই, আমিও সগ্যে যাব'– উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের যে সমাজচিত্রের ইঙ্গিত রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'কাঙালীর সঙ্গে উদ্দীপকের গফুরের সাদৃশ্য থাকলেও কাঙালী সম্পূর্ণরূপে গফুরের প্রতিনিধিত্ব করে না।'– মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- কাঙালীর বাবার নাম রসিক বাঘ।

খ অনুধাবন

- উক্তিটিতে অভাগীর সংস্কার ও বিশ্বাসের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।
- 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের অভাগী সংস্কারে বিশ্বাসী মানুষ। ঠাকুরদাস মুখুয্যের সদ্যমৃত বর্ষীয়সী স্ত্রীকে শ্মশানে পুড়তে দেখে অভাগী, যেখানে মুখুয্যের স্ত্রী ছেলের হাতে আগুন পায়। হিন্দুধর্মের সংস্কার অনুসারে অভাগীর বিশ্বাস মুখুয্যের স্ত্রী স্বর্গে যাবে। তাই অভাগী মৃত্যুর পর ছেলের হাতের আগুন প্রত্যাশা করে; যেন সে নিজেও মুখুয্যের স্ত্রীর মতো স্বর্গে যেতে পারে।

সারকথা : কাঙালীর মা আজন্ম লালিত সংস্কার ও বিশ্বাস থেকে ভেবেছে ছেলের হাতের আগুন পেলে সে স্বর্গে যাবে।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকে 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের দরিদ্র ও অধিকারবঞ্চিত মানুষের সামাজিক জীবনের ইঙ্গিত রয়েছে।
- আমাদের সমাজে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য অত্যন্ত প্রকট। এই বৈষম্য ছাড়াও ধর্ম-বর্ণ, জাতি-সম্প্রদায়ের মধ্যেও ব্যাপক বৈষম্য লক্ষ করা যায়। অতীতে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সামাজিক রীতিনীতিতে মানুষে মানুষে অনেক বৈষম্য ছিল। সমাজ সংস্কারের রীতিতে তা সিদ্ধ হলেও মানবিকতার দিক থেকে তা ছিল অত্যন্ত হীন– অমানবিক।
- উদ্দীপকে তৎকালীন হিন্দু জমিদার শাসিত সমাজব্যবস্থায় একজন দরিদ্র মুসলমানের অসহায়ত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে সমাজের সচ্ছল মানুষের শোষণচিত্র প্রকাশ পেয়েছে। বাবা-মেয়ের সংসারে একমাত্র গরু মহেশকে বাঁচাতে সে বিচুলি প্রার্থনা করেছে। 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে কাঙালী তার মায়ের শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে কাঠের জন্য অনেক মিনতি কান্নাকাটি করেও পায়নি। গফুরও পায়নি এক আঁটি বিচুলি বা খড় মহেশকে খাওয়ানোর জন্য। কাঙালী নীচ জাত বলে মায়ের সৎকারে কাঠ চেয়ে বঞ্চিত হয়েছে। গফুর অন্য জাতের বলে শোষণের শিকার হয়েছে। এভাবে উদ্দীপক ও 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে গরিব, বঞ্চিত ও শোষিত মানুষের সমাজচিত্র সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

সারকথা : সমাজে দরিদ্র মানুষকে অবহেলা ও শোষণ করা ধনিকশ্রেণির ঘৃণ্য কাজ। এই ঘৃণ্য কাজের নমুনাই অভিন্নভাবে উদ্দীপক ও 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- 'কাঙালীর সঙ্গে উদ্দীপকের গফুরের সাদৃশ্য থাকলেও কাঙালী সম্পূর্ণরূপে গফুরের প্রতিনিধিত্ব করে না।'– মন্তব্যটি যথার্থ।
- শোষক সব দেশে সব কালেই গরিব-দুঃখী মানুষের শ্রম শোষণ করে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে চলে। দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার নতুন কোনো ব্যাপার নয়। যুগ যুগ ধরেই তা চলে আসছে। সবল ব্যক্তিরা অত্যাচার করে আর দুর্বলরা মুখ বুজে সহ্য করে।
- উদ্দীপকের গফুর দরিদ্র। সে জমিদারের জমি বর্গা নিয়ে চাষ করে। গত সনের বকেয়া হিসাব করে গফুরের ভাগের সব খড় নিয়ে যায় মালিক কর্তামশায়। অনেক অনুনয়, বিনয়, অশ্রুপাত করেও প্রিয় গরু মহেশের জন্য সামান্য খড়বিচুলিও পায় না সে। 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে কাঙালী তার মায়ের শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে কাঠের জন্য অনেক কান্নাকাটি করেও জমিদারের গোমস্তা অধর রায়ের কাছ থেকে তা পায়নি। দরিদ্র বলে কেউ তাকে কাঠ দিতে রাজি হয়নি। বরং দুলে জাতের কাউকে পোড়ানো হয় না বলেও ভর্ৎসনা করেছে। এখানে গফুরের প্রত্যাশা এবং কাঙালীর প্রত্যাশায় মিল থাকলেও তা এক নয়।
- উদ্দীপকে গফুর কর্তামশায়ের কাছে মহেশের জন্য বিচুলি চেয়েছিল। আর 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে কাঙালী তার মায়ের সৎকারের জন্য কাঠ চেয়েছিল। এই দুজনই হতদরিদ্র। কিন্তু তাদের চাওয়ার মধ্যে দুজনের বেদনাবোধ দুরকম। এ কারণেই মিল থাকলেও গফুর ও কাঙালী পরস্পরের সম্পূর্ণ প্রতিনিধি নয়। কারণ তাদের যন্ত্রণার গভীরতা এক রকম নয়, ভিন্ন ভিন্ন।

সারকথা : নিচু জাত এবং দরিদ্র হওয়াটাই যেন একটা বিরাট অপরাধ। ধনীদের শোষণ-নির্যাতনের শিকার হয়ে অশ্রুপাত করেছে উদ্দীপকের গফুর এবং গল্পের কাঙালী। এই দিক থেকে তারা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্র। কিন্তু তাদের প্রত্যাশা ও অপ্রাপ্তির বেদনাবোধ ও যন্ত্রণার গভীরতায় ভিন্নতা আছে।

www.abswer.com

www.abswer.com

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর — বোর্ড পরীক্ষক প্যানেল কর্তৃক প্রণীত

প্রশ্ন ২ ▸ ঢাকা বোর্ড ২০১৯

চেয়ারম্যান সাহেবের বাবার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বিরাট আয়োজন। এলাকার ধনী গরিব সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। দরিদ্র কৃষক খয়ের আলী, ছেলে রনি ও মেয়ে রেণুকে নিয়ে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বসার স্থানে ভুল করে খেতে বসেছেন। চেয়ারম্যানের স্ত্রী চিৎকার করে বললেন, 'এসব অসভ্য ছোট লোকদের দাওয়াত দেওয়াই ভুল হয়েছে।' চেয়ারম্যানে সাহেব স্ত্রীকে বুঝিয়ে বললেন, 'এরা সকলেই আমার মেহমান।' তিনি রনি ও রেণুকে আদর করলেন এবং স্ত্রীর আচরণের জন্য খয়ের আলীর নিকট দুঃখ প্রকাশ করলেন।

ক. অভাগীকে নদীর চড়ায় মাটি দিতে বলেছিল কে? ১

খ. মাকে বিশ্বাস করাই কাঙালীর অভ্যাস কেন? ২

গ. উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের স্ত্রীর আচরণে 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "সমাজের ধনী ব্যক্তিরা যদি উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের মতো হতো তাহলে অভাগীকে বৈষম্যের শিকার হতে হতো না।"– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- অভাগীকে নদীর চড়ায় মাটি দিতে বলেছিল ভট্টাচার্য মহাশয়।

খ অনুধাবন

- মাকে বিশ্বাস করাই কাঙালীর অভ্যাস, কারণ মা ছাড়া সে অন্য কারও সাহচর্য লাভ করেনি।
- 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে জাতপ্রথার ঘৃণ্য দিক এবং মায়ের প্রতি সন্তানের গভীর বিশ্বাসের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। রোদে দাঁড়িয়ে অভাগী ঠাকুরদাস মুখুয্যের স্ত্রীর সৎকার দেখছিল বলে তার একমাত্র ছেলে কাঙালী তার ওপর অভিমান করে। অভাগী তখন ছেলেকে বলে সে সতী-লক্ষ্মী মা-ঠাকরুনকে রথে করে যেতে দেখেছে। কাঙালী ছোটবেলা থেকে শুধু মায়ের সাহচর্যে বড় হয়েছে। মায়ের কথাই তার কাছে সত্য। তাই সে স্বাভাবিক নিয়মে মায়ের কথাই বিশ্বাস করে। কারণ মাকে বিশ্বাস করা তার অভ্যাস।

সারকথা : মা ছাড়া কাঙালীর পৃথিবীতে আর কেউ নেই। ছোটবেলা থেকে সে শুধু মায়েরই সাহচর্য লাভ করেছে। তাই মাকে বিশ্বাস করাই তার অভ্যাস।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের স্ত্রীর আচরণে 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের শ্রেণিবৈষম্যের দিকটি ফুটে উঠেছে।
- পৃথিবীতে নানা ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণির মানুষ রয়েছে। কিছু মানুষ তাদের মধ্যে ভেদাভেদের দেয়াল তুলে রাখে। ফলে মানবতা বিপন্ন হয়। মানুষ শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়।
- উদ্দীপকে চেয়ারম্যান সাহেবের বাবার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এলাকার সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হয়। নিমন্ত্রণে দরিদ্র কৃষক খয়ের আলী ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভুল করে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বসার স্থানে খেতে বসে। এতে চেয়ারম্যানের স্ত্রী রেগে যান। খয়ের আলীকে অসভ্য, ছোটলোক বলে অপমান করেন। তার এই আচরণ 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের শ্রেণিবৈষম্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। আলোচ্য গল্পে নিম্নবর্ণের হওয়ায় কাঙালী মায়ের সৎকারের জন্য কাঠ চাইতে গিয়ে লাঞ্ছিত হয়েছে। নিচু জাতের বলে জমিদারের নির্দেশে তার কর্মচারীরা তাকে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। এইভাবে উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের স্ত্রীর আচরণে 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের শ্রেণিবৈষম্যের দিকটি ফুটে উঠেছে।

সারকথা : উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের স্ত্রীর আচরণে নিচু শ্রেণির মানুষের প্রতি বৈষম্যপূর্ণ মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে, যা 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে প্রতিফলিত শ্রেণিবৈষম্যের দিকটিকে নির্দেশ করে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- "সমাজের ধনী ব্যক্তিরা যদি উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের মতো হতো তাহলে অভাগীকে বৈষম্যের শিকার হতে হতো না।"– উক্তিটি যথার্থ।
- তৎকালীন হিন্দু সমাজে জাত-পাতের ঘৃণ্য রূপ প্রবলভাবে বিস্তার লাভ করে। শ্রেণিবৈষম্য মানুষকে মানবিকতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। আর মানবিকবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিরা মানুষকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দেয়, সম্মান করেন, ভালোবাসেন।
- উদ্দীপকের চেয়ারম্যান একজন মহৎ ও উদার প্রকৃতির মানুষ। তিনি মিথ্যা আভিজাত্যের গৌরবে মোহাবিষ্ট না থেকে সাধারণ দরিদ্র চাষিকে আদর-যত্ন করেছেন। তিনি স্ত্রীকে বোঝান যে সবাই তার মেহমান। তিনি স্ত্রীর আচরণের জন্য খয়ের আলীর কাছে দুঃখও প্রকাশ করেন। এখানে তার চেতনায় ভ্রাতৃত্ব, সাম্য ও মানবিকতার নিদর্শন ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে সামন্তপ্রভু ঠাকুরদাস মুখুয্যে ও অধর রায়ের নিষ্ঠুরতায় কাঙালী তার মায়ের সৎকার পর্যন্ত করতে পারেনি। কাঙালীকে তারা নিচু জাতের বলে ঘাড় ধরে বের করে দিয়েছে। কিন্তু ঠাকুরদাস ও অধর রায় যদি চেয়ারম্যান সাহেবের চেতনাকে ধারণ করত তবে অভাগীকে বৈষম্যের শিকার হতে হতো না।
- 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ধনীরা বৈষম্যপূর্ণ মানসিকতার কারণে কাঙালীকে মায়ের সৎকারে সাহায্য করেনি। তারা যদি উদ্দীপকের চেয়ারম্যান সাহেবের মতো মানবিক হতো তাহলে অভাগীকে শ্রেণিবৈষম্যের শিকার হতে হতো না। তার শেষ ইচ্ছা পূরণ হতো। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

সারকথা : উদ্দীপকের চেয়ারম্যান একজন উদার মানবিক মানুষ। 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের ধনী বা জমিদার শ্রেণির লোকেরা তার মতো মানসিকতার হলে অভাগীকে শ্রেণিবৈষম্যের শিকার হতে হতো না।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ৩ ▸ সকল বোর্ড ২০১৮

সাপ ধরার মন্ত্র শিখে মৃত্যুঞ্জয় মস্তবড় সাপুড়ে হয়ে উঠল। একদিন সাপ ধরতে গেলে, বিষধর সাপের দংশনে সে আহত হয়। তার শ্বশুরের দেওয়া সব তাবিজ-কবজ তার হাতে বেঁধে দেওয়া হলো আর সেই সাথে বহু সংখ্যক ওঝা মিলে বহু দেব-দেবীর দোহাই এবং ঝাড়ফুঁক করেও তাকে বাঁচাতে পারল না।

ক. গ্রামে কে নাড়ি দেখতে জানত? ১

খ. "মা মরেচে ত যা নীচে নেবে দাঁড়া"– অধর রায়ের এরূপ উক্তির কারণ কী? ২

গ. উদ্দীপকে 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের যে বিশেষ দিকের প্রতিফলন ঘটেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের একটি বিশেষ দিকের প্রতিফলন ঘটলেও গল্পের মূল বিষয়টি অনুপস্থিত। মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- গ্রামে ঈশ্বর নাপিত নাড়ি দেখতে জানত।

খ অনুধাবন

- "মা মরেচে ত যা নীচে নেবে দাঁড়া"– অধর রায়ের এমন উক্তির কারণ অশৌচের ভয়।
- কাঙালী মায়ের শেষ ইচ্ছা পূরণের জন্য মায়ের মৃত্যুর পর কাঠের ব্যবস্থা করতে জমিদারের কাছারি বাড়ি যায়। কাছারি বাড়ির কর্তা গোমস্তা অধর রায় সেই সময় সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করে বাইরে আসেন। কাঙালী তাকে দেখে কান্নাকাটি করে এবং মায়ের মৃত্যুর কথা বলে। অধর রায়ের মনে হয় কাঙালী মড়া ছুঁয়ে এসেছে, সে এখানকার কিছু ছুঁয়ে ফেলতে পারে। এই কথা ভেবে অশৌচের ভয়ে অধর রায় কাঙালীকে উদ্দেশ করে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেন।

সারকথা : কাঙালীর মুখে তার মায়ের মৃত্যুর কথা শুনে অধর রায় কাঙালীকে বারান্দা থেকে নিচে নেমে দাঁড়াতে বলেন অশৌচের ভয়ে।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকে 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের অবৈজ্ঞানিক বা টোটকা চিকিৎসা দেওয়ার দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে।
- সঠিক চিকিৎসা মানুষের জীবন বাঁচায়। রোগ নির্ণয় করতে না পারলে এবং সঠিক চিকিৎসা না করালে মানুষ অকালমৃত্যুর শিকার হয়। এদেশের গ্রামাঞ্চলে এখনও টোটকা চিকিৎসা দেওয়া হয়; যা সাময়িকভাবে মানুষকে সুস্থ করলেও রোগ নির্মূলে ব্যর্থ হয়।
- উদ্দীপকে দেখা যায় সাপুড়ে মৃত্যুঞ্জয় সাপ ধরতে গিয়ে সাপের দংশনে আহত হয়। তার শ্বশুর ও অন্যান্য ওঝা মিলে ঝাড়ফুঁক করে মৃত্যুঞ্জয়কে বাঁচানোর চেষ্টা করে যা চিকিৎসাশাস্ত্র সমর্থন করে না, ফলে তার মৃত্যু হয়। উদ্দীপকের মতো 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পেও টোটকা চিকিৎসার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। কাঙালীর মা অভাগী অসুস্থ হলে প্রতিবেশীরা তাকে দেখতে আসে এবং বিভিন্ন ধরনের টোটকা চিকিৎসার উপায় বলে। কেউ হরিণের শিং ঘষা জল, কেউ গেঁটে-কড়ি পুড়িয়ে মধুতে মাড়িয়ে খেতে বলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভাগী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। কোনো ওষুধ তার রোগ সারাতে পারে না। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকে আলোচ্য গল্পের যে বিশেষ দিকের প্রতিফলন ঘটেছে তা হলো প্রতিবেশীদের টোটকা চিকিৎসার।

সারকথা : উদ্দীপক ও 'অভাগীর স্বর্গ' গল্প উভয় জায়গায় টোটকা চিকিৎসার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। উদ্দীপকের তাবিজ-কবজ বেঁধে দেওয়া এবং আলোচ্য গল্পের প্রতিবেশীদের নানা ধরনের চিকিৎসা টোটকা চিকিৎসার দিকটিকে ইঙ্গিত করে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- উদ্দীপকে 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের একটি বিশেষ দিকের প্রতিফলন ঘটলেও গল্পের মূল বিষয়টি অনুপস্থিত।– মন্তব্যটি যথার্থ।
- এই পৃথিবীতে সব মানুষ সমান। কিন্তু কিছু মানুষ নিজেদের স্বার্থে বিভেদের দেয়াল তুলে রাখে। এই বৈষম্যের নির্মমতা মানব সমাজে এমনভাবে জেঁকে বসেছে যে মানুষ প্রতিনিয়ত নিষ্পেষিত হচ্ছে।
- উদ্দীপকে এক সাপুড়ের সাপের দংশনে আহত হওয়ার কথা প্রকাশ পেয়েছে। সেই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে অবৈজ্ঞানিকভাবে ঝাড়ফুঁক ও দেব-দেবীর দোহাই দিয়ে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করার কথা। কিন্তু ওঝারা শেষ পর্যন্ত তাকে বাঁচাতে ব্যর্থ হয়। উদ্দীপকের এই অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসাপদ্ধতির দিকটি 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের কবিরাজি চিকিৎসা ও টোটকা চিকিৎসার বিষয়টিকে মনে করিয়ে দেয়। যেখানে কাঙালী তার মায়ের চিকিৎসার জন্য কবিরাজের কাছ থেকে বড়ি নিয়ে আসে এবং প্রতিবেশীরা তাদের জানা টোটকা চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করে। কিন্তু এই বিষয়টি আলোচ্য গল্পের মূল বিষয় নয়। আলোচ্য গল্পের মূল বিষয় হলো সামন্তবাদের নির্মম রূপ এবং নিচু শ্রেণির হতদরিদ্র মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণা, যা উদ্দীপকে প্রকাশ পায়নি।
- 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে একদিকে প্রকাশ পেয়েছে অধর রায়ের মতো ধনী জমিদার গোমস্তাদের নির্মমতা-নির্দয়তা, অন্যদিকে প্রকাশ পেয়েছে কাঙালী-অভাগীদের মতো নিচু শ্রেণির সুবিধাবঞ্চিত মানুষের দুর্ভোগ। এছাড়াও প্রকাশ পেয়েছে বর্ণবৈষম্য, যা উদ্দীপকে অনুপস্থিত। উদ্দীপকে কেবল আলোচ্য গল্পে প্রকাশিত চিকিৎসাব্যবস্থার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সারকথা : উদ্দীপকের তাবিজ-কবজ ও ঝাড়ফুঁক দিয়ে সাপে কাটা রোগীর জীবন বাঁচানোর চেষ্টার সঙ্গে আলোচ্য গল্পের টোটকা চিকিৎসার মিল রয়েছে। কিন্তু উদ্দীপকের এই বিষয়টি ছাড়াও আলোচ্য গল্পে নিচু শ্রেণির মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা, সামন্তবাদের নির্মম রূপ ইত্যাদিও প্রকাশ পেয়েছে, যা উদ্দীপকে প্রকাশ পায়নি।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ৪ ▸ ঢাকা বোর্ড; সিলেট বোর্ড ২০১৭

রহিম চৌধুরী কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়েও সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত। কিছুদিন পূর্বে তাঁর বড় মেয়ের বিয়েতে এলাকার সকলকে দাওয়াত দেন। তিনি ধনী-গরিবের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি। তাঁর এ আচরণে এলাকার দরিদ্র জনগণ খুবই সন্তুষ্ট।

ক. ঠাকুরদাস মুখুয্যের স্ত্রী কয়দিনের অসুখে মারা গেলেন? ১

খ. রসিক দুলে তার পায়ের ধুলো দিতে গিয়ে কেঁদে ফেলল কেন? ২

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "অভাগীর আশা পূর্ণতা পাওয়ার জন্য রহিম চৌধুরীদের মতো মানুষ প্রয়োজন"– বক্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- ঠাকুরদাস মুখুয্যের স্ত্রী সাত দিনের অসুখে মারা গেলেন।

খ অনুধাবন

- স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য পালন না করা এবং স্ত্রীর কাছে তার নিজের গুরুত্ব উপলব্ধি করে রসিক দুলে তার পায়ের ধুলো দিতে গিয়ে কেঁদে ফেলল।
- রসিক দুলে অভাগীর স্বামী। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি কোনো কর্তব্যই সে পালন করেনি। তাদের একমাত্র ছেলে কাঙালী। রসিক আরও একটা বিয়ে করে অন্য গ্রামে চলে যায়। এদিকে অভাগী অভাব-অনটনের মধ্যে ছেলেকে বুকে নিয়ে দিন কাটায়। প্রায় বিনা চিকিৎসায় আজ সে মৃত্যুপথযাত্রী। অভাগী মৃত্যুর আগে স্বামীর পায়ের ধুলো নিতে চাইলে কাঙালী গিয়ে তাকে ডেকে আনে। তখন রসিক দুলে অভাগীকে পায়ের ধুলো দিতে গিয়ে নিজের কৃতকর্ম এবং তার প্রতি স্ত্রীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ দেখে কেঁদে ফেলল।

সারকথা : স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য পালনে অবহেলা সত্ত্বেও তার কাছে নিজের অবস্থান উপলব্ধি করতে পেরে রসিক দুলে তাকে পায়ের ধুলো দিতে গিয়ে কেঁদে ফেলল।

গ প্রয়োগ

- মানবিক ও শ্রেণিবৈষম্যহীন চেতনার দিক থেকে উদ্দীপকের সঙ্গে 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের বৈসাদৃশ্য রয়েছে।
- মানুষ মানুষেরই জন্য, জীবন জীবনেরই জন্য। কিন্তু মানবিকতার এই মূলমন্ত্র বর্তমান সমাজ সভ্যতায় খুব একটা পরিলক্ষিত হয় না। অনেকে হীনস্বার্থ চরিতার্থ করতে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে রাখে, আবার অনেকে কোনো ভেদাভেদ স্বীকার করেন না।
- উদ্দীপকে মানবিকতার উজ্জ্বল নিদর্শন দেখা যায় রহিম চৌধুরীর মাঝে। তিনি অনেক ধন-সম্পদের মালিক হয়েও সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত। নিজের মেয়ের বিয়েতে তিনি এলাকার আপামর জনসাধারণকে নিমন্ত্রণ করেন। সেখানে জাতভেদ বা শ্রেণিভেদ কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। এই চেতনাটি 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের উপস্থাপিত জাত-পাতের ভেদাভেদের সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। আলোচ্য গল্পে বর্ণিত হয়েছে তৎকালীন হিন্দু সমাজে বর্ণ-বৈষম্য, তথাকথিত নীচ বর্ণের মানুষদের উপর জুলুম, নির্যাতন, অত্যাচার ইত্যাদি। এই জাতপ্রথার বলি হয়েই কাঙালীর মায়ের শেষ ইচ্ছা পূরণ হয়নি। নীচ জাতের ছেলে বলে কাঙালীকে অবহেলা, অপমান সহ্য করতে হয়েছে। মায়ের মুখাগ্নি করার জন্য নিজের বাড়ির আঙিনার গাছ কাটারও অনুমতি পায়নি ব্রাহ্মণ জমিদারের কাছ থেকে। সমাজের এই বর্ণভেদ, শ্রেণিভেদ চেতনার সঙ্গে উদ্দীপকটি বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

সারকথা : উদ্দীপকে মানবতার কথা, সাম্যের কথা বলা হয়েছে। 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে জাত-পাতের দোহাই দিয়ে দরিদ্রের প্রতি শোষণের দিকটি ফুটে উঠেছে। এখানেই উদ্দীপকের সঙ্গে আলোচ্য গল্পের বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- "অভাগীর আশা পূর্ণতা পাওয়ার জন্য রহিম চৌধুরীদের মতো মানুষ প্রয়োজন"– মন্তব্যটি যথার্থ।
- অনেকে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে। জাত-পাতের দোহাই দিয়ে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সমাজের ধনিকশ্রেণি দাবিয়ে রাখে, যা মানবিকতার পরিপন্থী। তবে অনেকে এই জাত-পাতের অসারতা উপলব্ধি করে মানবিকতার জয়গানে নির্যাতিত মানুষকে মুক্তির পথ দেখান।
- উদ্দীপকের রহিম চৌধুরী মানবতাবাদী মানুষ। তিনি অঢেল অর্থ-সম্পদের মালিক হয়েও সাধারণ জীবনযাপন করতে পছন্দ করেন। নিজের মেয়ের বিয়েতে আপামর গ্রামবাসীকে নিমন্ত্রণ করে সাম্যবাদী চেতনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। কিন্তু 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে অসাম্য সমাজব্যবস্থা প্রতিভাত হয়েছে। জাতভেদ ও ধনী-দরিদ্রভেদ সেই সমাজকে কলুষিত করেছে।
- 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের অভাগী সমাজে তথাকথিত নীচ জাতের স্বামী-পরিত্যক্তা এক নারী। একমাত্র সন্তান কাঙালীকে নিয়ে সে কোনোক্রমে জীবন চালায়। কিন্তু দারিদ্র্যের কশাঘাতে সে বিনা চিকিৎসায়ই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। তার ইচ্ছা ছিল ছেলে কাঙালীর হাতের মুখাগ্নি নিয়ে স্বর্গবাসী হওয়া। কিন্তু শোষক জমিদার জাত-পাতের বিভেদ-বৈষম্য করে কাঙালীকে তার মায়ের শেষ ইচ্ছে পূরণ করতে দেয় না। এক্ষেত্রে উদ্দীপকের রহিম চৌধুরীর মতো মানবতাবাদী মানুষ থাকলে অভাগীর আশা পূর্ণতা পেত। তাই বলা যায়, মন্তব্যটি যথার্থ।

সারকথা : উদ্দীপকে মানবতাবাদী রহিম চৌধুরীর মাঝে সাম্যবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে সমাজের শোষকশ্রেণির বৈষম্যপূর্ণ মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে। অভাগীর শেষ আশা রহিম চৌধুরীর মতো মানবতাবাদী মানুষ সমাজে থাকলে পূর্ণতা পেত।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ৫ ▸ রাজশাহী বোর্ড ২০১৭

গফুর লজ্জিত হইয়া বলিল, বাপ বেটিতে দুবেলা দুটো পেটভরে খেতে পর্যন্ত পাইনে। ঘরের পানে চেয়ে দেখ, বিষ্টি বাদলে মেয়েটিকে নিয়ে কোণে বসে রাত কাটাই, পা ছড়িয়ে শোবার ঠাঁই মেলে না। মহেশকে একটিবার তাকিয়ে দেখ, পাঁজরা গোনা যাচ্ছে। দাও না ঠাকুর মশাই কাহন-দুই ধার, গরুটাকে দুদিন পেটপুরে খেতে দিই। বলিতে বলিতেই গফুর ধপ করিয়া ব্রাহ্মণের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। তর্করত্ন কহিলেন, 'আ মর্, ছুঁয়ে ফেলবি নাকি?'

ক. গ্রামে নাড়ি দেখতে জানত কে? ১
খ. রসিক হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল– কেন? ২
গ. উদ্দীপকের গফুর চরিত্রটি কোন দিক দিয়ে 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের কাঙালী চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তর্করত্ন কি 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের অধর রায়ের সার্থক প্রতিনিধি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- গ্রামে ঈশ্বর নাপিত নাড়ি দেখতে জানত।

খ অনুধাবন

- অভাগী মৃত্যুর আগে তার পায়ের ধুলো চেয়েছে একথা জানতে পেরে রসিক হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে রইল।
- অভাগীর স্বামী রসিক আরেকজনকে বিয়ে করে অন্য গ্রামে বসতি গড়ে। তখন থেকে স্বামীর সঙ্গে অভাগীর কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রী অভাগী স্বামীর আশীর্বাদস্বরূপ তার পায়ের ধুলো নিতে চেয়েছে। এই বিষয়টি জানার পর রসিক দুলে হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে থাকে। কারণ সে ভাবেনি এই পৃথিবীতে তার মতো এমন লোকের পায়ের ধুলোরও কারও প্রয়োজন আছে।

সারকথা : অভাগীর অন্তিম ইচ্ছা শোনার পর রসিক হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

গ প্রয়োগ

- বঞ্চিত ও অবহেলিত হওয়ার দিক থেকে উদ্দীপকের গফুর চরিত্রটি 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের কাঙালী চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।
- দরিদ্রের দুঃখ-কষ্ট, ক্রন্দন ধনীর কানে গিয়ে পৌঁছায় না। ধনীরা দরিদ্রদের অবহেলা করে দূরে সরিয়ে রাখে, তাদের বঞ্চিত করে। এতে দরিদ্রের যন্ত্রণা আরও বাড়ে এবং এই বঞ্চনা নিয়েই তাদের বেঁচে থাকতে হয়।
- 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে কাঙালী সমাজে প্রচলিত নীচ জাতের বলে তাকে নিগৃহীত হতে হয়েছে। মায়ের সৎকারের জন্য বেলগাছটি চাইতে গিয়ে জমিদারের লোকজন দ্বারা নিগৃহীত ও অত্যাচারিত হয়েছে। নীচ জাতের বলে তার স্পর্শ থেকে বাঁচতে তাকে দূর দূর করেছে তারা। উদ্দীপকের গফুরও দরিদ্র বলে অবহেলিত, বঞ্চিত হয়েছে। মুসলমান বলে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের তর্করত্ন তাকে অস্পৃশ্য মনে করেছে। এভাবে অবহেলা, বঞ্চনার দিক থেকে গফুর চরিত্রটি কাঙালী চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সারকথা : গফুর এবং কাঙালী উভয়েই উঁচু শ্রেণি দ্বারা শোষিত ও নির্যাতিত।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- নিষ্ঠুরতা এবং কুলগর্বে উদ্দীপকের তর্করত্ন 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের অধর রায়ের সার্থক প্রতিনিধি।
- এক সময় বাঙালি হিন্দু সমাজে জাতবৈষম্য প্রবল আকার ধারণ করেছিল। জাতভেদের কারণে মানবতা বিভাজিত হয়ে পড়েছিল। উঁচু জাতের লোকেরা নীচ জাতের লোকদের ঘৃণা করত। তারা পারস্পরিক স্পর্শকেও অপবিত্র মনে করত।
- 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে এই অস্পৃশ্যতার চিত্র পাই গোমস্তা অধর রায়ের আচরণে। কাঙালী দুলের ছেলে বলে সে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে গোবরজল ছিটিয়ে দিতে বলে সে। এখানেই শেষ নয়, দরিদ্র কাঙালীকে সামান্য একটা গাছ চাইতে এসে মার খেয়ে শূন্য হাতে ফিরতে হয়েছে। উদ্দীপকের গফুরও ব্রাহ্মণ তর্করত্নের দ্বারা অস্পৃশ্যতার শিকার হয়েছে। ধনী ব্রাহ্মণ তর্করত্নের কাছে সামান্য খড় চেয়ে সে ব্যর্থ হয়েছে। গফুরের দুঃখে তর্করত্নের হৃদয় গলেনি, বরং তার নিষ্ঠুরতাই এতে প্রবলভাবে প্রকাশিত হয়েছে।
- তর্করত্ন ও অধর রায় উভয়ই ধনী, নিষ্ঠুর ও কুলগর্বে গর্বিত। এ কারণেই গফুর ও কাঙালীর মতো দরিদ্র-অসহায় মানুষেরা তাদের দ্বারা অবহেলিত-অত্যাচারিত হয়। এ দিক থেকে উদ্দীপকের তর্করত্ন 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের অধর রায়ের সার্থক প্রতিনিধি।

সারকথা : নিষ্ঠুরতা ও কুলগর্বের দিক থেকে উদ্দীপকের তর্করত্ন 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের অধর রায়ের সার্থক প্রতিনিধি।

www.abswer.com

www.abswer.com

শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর — মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত

প্রশ্ন ৬ ▸ পাবনা ক্যাডেট কলেজ

কোমলমতি কমলা, স্বামীর সংসারের যে শান্তি তার দেখা হয়নি কখনো। অবহেলায় ও অনাদরে বেড়ে উঠলেও স্বামীর সংসারে সুখ খোঁজার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। অকালে প্রাণ যায় তার। মৃত্যুর পরেও স্বামীর মুখাগ্নি থেকে বঞ্চিত হতে হয় তাকে। স্ত্রী মারা যাওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই বিয়ে করে পরাণ। একমাত্র সন্তান প্রতুল সৎমায়ের অনাদর ও নির্যাতনের শিকার হতে থাকে। ফলে প্রতুল অল্পদিনের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে।

ক. কাঙালীর মা কোন বংশের মেয়ে? ১

খ. মুখুয্যে বিস্মিত ও বিরক্ত হয়েছিল কেন? ২

গ. উদ্দীপকের প্রতুল চরিত্রের সাথে 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের কাঙালীর সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য তুলে ধর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের কমলা 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের অভাগীর প্রতিরূপ হয়ে উঠেছে।"— তোমার যুক্তি তুলে ধর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- কাঙালির মা দুলে বংশের মেয়ে।

খ অনুধাবন

- কাঙালীর উপস্থিতি এবং প্রত্যাশায় মুখুয্যে বিস্মিত ও বিরক্ত হয়েছিল।
- সমাজে বসবাসকারী তথাকথিত উচ্চ বংশমর্যাদা এবং আর্থিকভাবে প্রভাবশালী মুখুয্যে মহাশয়ের কাছে নিম্নবর্ণের কাঙালী এবং তার মৃত মা নিতান্ত মর্যাদাহীন। মায়ের শেষ ইচ্ছে পূরণ করতে কাঙালী মুখুয্যে বাড়ির আঙিনায় দাঁড়িয়ে অনেক কাকুতি-মিনতি করছিল। মুখুয্যে মহাশয় কাঙালীর কান্নাভেজা কণ্ঠ শুনে বিরক্ত হয় এবং একই সঙ্গে বিস্মিত হয়। কারণ প্রথমত নিচু জাতের শবদাহ করার প্রচলন নেই এবং দ্বিতীয়ত তার মৃত স্ত্রীর শ্রাদ্ধাদির কাজে ব্যস্ততা।

সারকথা : নিজে উচ্চ বংশের বলে নিচু জাতের কাঙালীকে দেখে এবং তার কান্নাভেজা কণ্ঠের কথা শুনে মুখুয্যে বিস্মিত ও বিরক্ত হয়েছিল।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের প্রতুলের সঙ্গে 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের কাঙালীর সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য নিচে তুলে ধরা হলো–
- ধর্ম-জাতভেদ করে সমাজের উচ্চশ্রেণি নিম্নশ্রেণির লোকদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার-নির্যাতন চালায়। তারা নিজেদের স্বার্থকেই বড় করে দেখে। অনেক সময় নিগৃহীতরা কষ্ট-যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে।
- 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে কাঙালী নিতান্ত অসহায় ও মাতৃহারা এক কিশোর। মায়ের মৃত্যুর পর জগৎ-সংসারে তাকে প্রতিনিয়ত বিরূপ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। কাঙালী নিম্নবর্ণের হওয়ার কারণে সমাজপতিদের দ্বারা নানাভাবে নিগৃহীত হয়। উদ্দীপকের প্রতুলও কাঙালীর মতো খুব অল্প বয়সেই তার মাকে হারায়। মায়ের মৃত্যু এবং বাবার দ্বিতীয় বিয়ে প্রতুলের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। যার ফলে সে বাড়ি ছেড়ে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। মাকে হারানো এবং পরবর্তী সময়ে জীবনের বিরূপ অভিজ্ঞতায় কাঙালীর সঙ্গে প্রতুলের সাদৃশ্য বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রে কাঙালী সামাজিক নিগ্রহের শিকার হলেও তার চরিত্রে কোনো নৈতিক বিপর্যয় ঘটেনি। অন্যদিকে প্রতুল জীবনের বিরূপ পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে না পেরে অপরাধে জড়িত হয়। এখানেই কাঙালীর সঙ্গে প্রতুলের বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়।

সারকথা : মাকে হারানো এবং সামাজিক নিগ্রহের শিকার হওয়ার দিক দিয়ে উদ্দীপকের প্রতুলের সঙ্গে 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের কাঙালীর সাদৃশ্য রয়েছে। অন্যদিকে অপরাধমূলক কর্মে জড়িয়ে পড়ার দিক থেকে তারা বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- "উদ্দীপকের কমলা 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের অভাগীর প্রতিরূপ হয়ে উঠেছে।"— মন্তব্যটি আংশিক সত্য।
- মানুষ জীবনব্যাপী স্বপ্ন দেখে। জীবনে নানাকিছু প্রত্যাশা করে। সেই প্রত্যাশায় আপনজনদের স্নেহ-মমতা, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা মুখ্য হয়ে ওঠে। জীবনের শেষ ইচ্ছা কারও পূরণ হয়, আবার কারও হয় না।
- 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে অভাগী স্বামী পরিত্যক্তা। একমাত্র সন্তান কাঙালীকে নিয়ে তার অভাব-অনটনের সংসার। তার মনে কেবল এক ক্ষুদ্র সুপ্ত বাসনা ছিল। শেষ বিদায়বেলায় সে স্বামীর পায়ের ধুলো এবং ছেলের হাতের আগুন নিয়ে স্বর্গে যেতে চেয়েছিল। অভাগীর স্বামী রসিক অভাগীর শেষ ইচ্ছেটুকু পূরণ করেছিল। উদ্দীপকের কমলা অভাগীর মতোই হতভাগী। স্বামী-সংসার থাকলেও সেই সংসারে সে সুখ-শান্তির মুখ দেখতে পায়নি। এমনকি মৃত্যুকালে তার সামান্য ইচ্ছেও স্বামীর কাছে গুরুত্ব পায়নি। এক্ষেত্রে অভাগীর স্বামী স্ত্রীর শেষ ইচ্ছেকে গুরুত্ব দিয়েছে ।
- উদ্দীপকের কমলা এবং 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের অভাগী দুজনই স্বামীর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত, উভয়ই সংসারে নিগৃহীত। কমলার জীবন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোনো ইচ্ছাকেই তার স্বামী গুরুত্ব দেয়নি। তবে অভাগীর ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম। জীবন সায়াহ্নে সে স্বামীর পায়ের ধুলোর স্পর্শ পেয়েছে। তাই কমলার সঙ্গে অভাগীর একটি নির্দিষ্ট দিক থেকে মিল থাকলেও সার্বিক দিক বিবেচনায় কমলাকে অভাগীর সম্পূর্ণ প্রতিরূপ বলা যায় না।

সারকথা : স্বামীর পদধূলি পাওয়ার মধ্য দিয়ে অভাগীর ইচ্ছা পূরণ হলেও উদ্দীপকের কমলার তা হয়নি। এ দিক থেকে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ৭ ▸ বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

গ্রামে যে দুই-তিনটা পুষ্করিণী আছে, তাহা একেবারে শুষ্ক। শিবচরণ বাবুর খিড়কির পুকুরে যা একটু জল আছে তা সাধারণে পায় না। অন্যান্য জলাশয়ের মাঝখানে দু'একটা গর্ত খুঁড়িয়া যা একটু জল সঞ্চিত হয়, তাহাতে যেমন কাড়াকাড়ি তেমন ভিড়। বিশেষত মুসলমান বলিয়া এই ছোট মেয়েটা তো কাছেই ঘেঁষিতে পারে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া বহু অনুনয়-বিনয়ে কেহ দয়া করিয়া যদি তাহার পাত্রে একটু ঢালিয়া দেয় সেইটুকু সে ঘরে আনে।

ক. অভাগী কাদের কথা দিয়ে তার গল্প আরম্ভ করল? ১

খ. 'সে আগুন ত আগুন নয়, কাঙালী, সে ত হরি'— অভাগী একথা বলেছিল কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের কোন দিকটি উদ্দীপকে দৃশ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "মিল থাকলেও উদ্দীপকের মুসলমান মেয়েটি পুরোপুরি 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের কাঙালী নয়"— যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- অভাগী রাজপুত্র, কোটালপুত্র আর পক্ষিরাজ ঘোড়ার কথা দিয়ে তার গল্প আরম্ভ করল।

খ অনুধাবন

- 'সে আগুন ত আগুন নয়, কাঙালী, সে ত হরি'— অভাগী এ কথা বলেছিল ঠাকুরদাস মুখুয্যের স্ত্রীর ছেলের হাতে আগুন লাভ এবং তাতে তার স্বর্গে আরোহণের বর্ণনা প্রসঙ্গে।
- 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে অভাগী সংস্কারে বিশ্বাসী মানুষ। ঠাকুরদাস মুখুয্যের বর্ষীয়সী স্ত্রীর মৃত্যুর পর শ্মশানে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া লক্ষ করে অভাগী। সেখানে বহু কণ্ঠের হরিধ্বনির সঙ্গে পুত্রের হাতে মুখাগ্নি হলে অভাগীর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে থাকে। হিন্দুধর্মের সংস্কার অনুসারে অভাগীর বিশ্বাস মুখুয্যের স্ত্রী স্বর্গে যাবে। সেও নিজের মৃত্যুর সময় কাঙালীর হাতের আগুনের প্রত্যাশা করে। সে মনে করে ছেলের হাতের আগুন পেলে বামুন মায়ের মতো সেও স্বর্গে যেতে পারবে। সেই বিশ্বাসে আবেগে আপ্লুত হয়ে ছেলে কাঙালীকে অভাগী প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছে।

> সারকথা : অভাগী ছেলের হাতে মুখাগ্নি পেয়ে মৃত্যুর পর স্বর্গে যাওয়ার প্রত্যাশা করেছে।

গ প্রয়োগ

- 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের জাত-পাতের ঘৃণ্য দিকটি প্রদত্ত উদ্দীপকে দৃশ্যমান।
- অশিক্ষিত সমাজে যথার্থ শিক্ষার অভাবে ধর্মীয় বিধিবিধানের বিকৃতি ঘটে। ধর্মীয় বিশ্বাস কুসংস্কারে পর্যবসিত হয়। অশিক্ষিত, অজ্ঞ মানুষ সেগুলোকে ধর্মীয় বিধান মনে করে এবং পালন করে। এর ফলে সমাজজীবনে নানা সমস্যা দেখা দেয়।
- উদ্দীপকে খরার কারণে গ্রামে পানযোগ্য পানির বড় আকাল। দু-একটি জলাশয়ে যৎসামান্য পানি নিয়ে যেমন কাড়াকাড়ি, তেমনই ভিড়ের দিকটি লক্ষ করা যায়। এখানে হিন্দুপ্রধান গ্রামে মুসলমান মেয়েটির বিড়ম্বনার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। মেয়েটি ঘণ্টার পর ঘণ্টা দূরে দাঁড়িয়ে পানির জন্য বহু অনুনয়-বিনয় করে। তাতে কারও দয়া হলে তবে সে একটু পানি পায়। 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পেও জাত-পাতের অনুরূপ নিষ্ঠুর নিদর্শন দৃশ্যমান। মা অভাগীর মৃত্যুর পর তার শেষ ইচ্ছা পূরণে ছেলের হাতের মুখাগ্নির প্রয়োজন। দুলের জাত হওয়ায় কাঙালী নিজেদের ভিটার বেলগাছ কাটতে গিয়ে জমিদারের দারোয়ান দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়; নানা জায়গা ঘুরেও সামান্য কাঠ সে জোগাড় করতে পারে না। এদিক দিয়ে উভয় ক্ষেত্রেই অমানবিকতা ও নির্মমতা প্রকাশ পেয়েছে।

> সারকথা : জাত-ধর্ম দ্বারা মানুষকে উঁচু-নিচু বিবেচনা করার দিকটি এখানে প্রতিফলিত হয়েছে। উদ্দীপকের মুসলমান মেয়েটি এবং 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের কাঙালী উভয়েই এই নির্মমতার শিকার।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- "মিল থাকলেও উদ্দীপকের মুসলমান মেয়েটি পুরোপুরি 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের কাঙালী নয়"— মন্তব্যটি যথার্থ।
- সমাজে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে যেমন পার্থক্য রয়েছে, তেমনই রয়েছে ধর্মে-ধর্মে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে এবং জাত-পাতের পার্থক্য। এসব পার্থক্য অশিক্ষা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও হীনস্বার্থ বুদ্ধিপ্রসূত। এসব বৈষম্য সমাজ প্রগতির অন্তরায়। এতে মানবতার বিপর্যয় ঘটে থাকে।
- উদ্দীপকে হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামের ছোট মেয়েটি মুসলমান হওয়ায় পানি সংগ্রহে তাকে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে। কারণ জলাশয়ের কাছে সে ঘেঁষতে পারে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দূরে দাঁড়িয়ে বহু অনুনয়-বিনয়ে কারও দয়ায় সে সামান্য পানি সংগ্রহ করে। 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পেও অনুরূপ হীন জাত-পাতপ্রথার ভয়াবহ দৃশ্য লক্ষ করা যায়। জাতপ্রথার বৈষম্যের কারণে দুলে জাতের হওয়ায় কাঙালী তার মায়ের চিতার জন্য সামান্য কাঠও পায় না।
- 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে কাঙালী নিচু দুলে জাতের বলে মায়ের সৎকারের জন্য এক টুকরো কাঠ তো কোথাও পায়নি; উপরন্তু জমিদারের দারোয়ান, নায়েব, এমনকি মুখুয্যে মহাশয় কর্তৃক নানা অবজ্ঞা, উপহাস ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। প্রদত্ত উদ্দীপকের মেয়েটির তেমনটি হয়নি; বরং ভিন্ন ধর্মের হয়েও সে শেষাবধি কারও দয়ায় পানি পেয়েছে। তাই বলা যায়, গল্পের কাঙালীর সঙ্গে জাত-পাতজনিত বৈষম্যের সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকের মেয়েটি কাঙালীর মতো এত বঞ্চিত বা উপেক্ষিত নয়।

> সারকথা : উদ্দীপকের মুসলমান মেয়েটি জাত-ধর্মের বৈষম্যের শিকার হলেও কখনো কারও দয়ায় পানি সংগ্রহ করতে পেরেছে। কিন্তু 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে কাঙালী মাকে দাহ করার জন্য কাঠ সংগ্রহ করতে পারেনি। কারণ সবাই তার সঙ্গে অমানবিক আচরণ করেছে।

www.abswer.com

www.abswer.com

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

অনুচ্ছেদ ও লাইনের ধারায় প্রণীত

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

● এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১ ▸ অভাগীকে নদীর চড়ায় মাটি দিতে বলেছিল কে? [ঢা. বো. '১৯]

উত্তর : অভাগীকে নদীর চড়ায় মাটি দিতে বলেছিল ভট্টাচার্য মহাশয়।

প্রশ্ন ২ ▸ গ্রামে কে নাড়ি দেখতে জানত? [সকল বোর্ড ২০১৮; রা. বো. '১৭]

উত্তর : গ্রামে ঈশ্বর নাপিত নাড়ি দেখতে জানত।

প্রশ্ন ৩ ▸ ঠাকুরদাস মুখুয্যের স্ত্রী কয়দিনের অসুখে মারা গেলেন? [ঢা. বো. '১৭; সি. বো. '১৭]

উত্তর : ঠাকুরদাস মুখুয্যের স্ত্রী সাত দিনের অসুখে মারা গেলেন।

প্রশ্ন ৪ ▸ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে কোন পদক প্রদান করে? [য. বো. '১৭; ব. বো. '১৭]

উত্তর : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 'জগত্তারিণী' পদক প্রদান করে।

প্রশ্ন ৫ ▸ 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে জমিদারের গোমস্তার নাম কী? [রা. বো. '১৭, '১৬]

উত্তর : 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে জমিদারের গোমস্তার নাম অধর রায়।

প্রশ্ন ৬ ▸ 'সব ব্যাটারাই এখন বামুন কায়েত হতে চায়"– কথাটি কে বলেছিল? [দি. বো. '১৭]

উত্তর : এই কথাটি বলেছিল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বড় ছেলে।

প্রশ্ন ৭ ▸ গ্রামের শ্মশানটি কোন নদীর তীরে অবস্থিত? [রা. বো. '১৫]

উত্তর : গ্রামের শ্মশানটি গরুড় নদীর তীরে অবস্থিত।

● শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ৮ ▸ জমিদারের কাছারির কর্তা কে? [জয়পুরহাট গার্লস ক্যাডেট কলেজ]

উত্তর : জমিদারের কাছারির কর্তার নাম অধর রায়।

প্রশ্ন ৯ ▸ কাঙালী কবিরাজকে কত টাকা প্রণামি দিয়েছিল? [বরিশাল ক্যাডেট কলেজ]

উত্তর : কাঙালী কবিরাজকে এক টাকা প্রণামি দিয়েছিল।

প্রশ্ন ১০ ▸ কাঙালীকে জলপানির জন্য প্রতিদিন কয় পয়সা দেওয়া হতো? [আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

উত্তর : কাঙালীকে জলপানির জন্য প্রতিদিন দুই পয়সা দেওয়া হতো।

প্রশ্ন ১১ ▸ "মাকে পোড়াবি ত গাছের দাম পাঁচটা টাকা আনগে"– কে বলেছিল? [রংপুর জিলা স্কুল]

উত্তর : কথাটি বলেছিল অধর।

প্রশ্ন ১২ ▸ 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পটি কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে? [পাবনা ক্যাডেট কলেজ]

উত্তর : 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পটি সুকুমার সেন সম্পাদিত 'শরৎ সাহিত্যসমগ্র' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড থেকে সংকলিত হয়েছে।

প্রশ্ন ১৩ ▸ 'অশন' শব্দটির অর্থ কী? [মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]

উত্তর : 'অশন' শব্দটির অর্থ খাদ্যদ্রব্য।

প্রশ্ন ১৪ ▸ 'মুষ্টিযোগ' কী? [মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর]

উত্তর : 'মুষ্টিযোগ' হলো টোটকা চিকিৎসা।

প্রশ্ন ১৫ ▸ দারোয়ান কাঙালীকে মারেনি কেন? [বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]

উত্তর : দারোয়ান অশৌচের ভয়ে কাঙালীকে মারেনি।

প্রশ্ন ১৬ ▸ কাঙালী ঘটি বাঁধা দিয়ে কী করল? [বরিশাল সরকারি বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়]

উত্তর : কাঙালী ঘটি বাঁধা দিয়ে কবিরাজকে এক টাকা প্রণামি দেয়।

● মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১৭ ▸ দারোয়ান কাকে মারতে গেল?

উত্তর : দারোয়ান কাঙালীকে মারতে গেল।

প্রশ্ন ১৮ ▸ মাকে বিশ্বাস করাই কার অভ্যাস?

উত্তর : মাকে বিশ্বাস করাই কাঙালীর অভ্যাস।

প্রশ্ন ১৯ ▸ 'বৈকুণ্ঠের উইল' শরৎচন্দ্রের কী জাতীয় গ্রন্থ?

উত্তর : 'বৈকুণ্ঠের উইল' শরৎচন্দ্রের উপন্যাস গ্রন্থ।

প্রশ্ন ২০ ▸ সন্ধ্যাহ্নিক শব্দটির অর্থ কী?

উত্তর : 'সন্ধ্যাহ্নিক' শব্দটির অর্থ হলো সন্ধ্যাবেলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের নিত্যকরণীয় পূজা।

প্রশ্ন ২১ ▸ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তর : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রশ্ন ২২ ▸ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ২৩ ▸ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কত সালে বার্মা যান?

উত্তর : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৯০৩ সালে বার্মা (মিয়ানমার) যান।

প্রশ্ন ২৪ ▸ কাঙালীর মা কোন জাতের মেয়ে?

উত্তর : কাঙালীর মা দুলে জাতের মেয়ে।

প্রশ্ন ২৫ ▸ কার হাতে আগুন পাওয়া সোজা কথা নয়?

উত্তর : ছেলের হাতে আগুন পাওয়া সোজা কথা নয়।

প্রশ্ন ২৬ ▸ বামুন মা কিসে চড়ে স্বর্গে যাচ্ছে?

উত্তর : বামুন মা রথে চড়ে স্বর্গে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ২৭ ▸ সৎকারের কোন অংশ কাঙালীর মা দেখতে পেল না?

উত্তর : সৎকারের শেষ অংশ কাঙালীর মা দেখতে পেল না।

প্রশ্ন ২৮ ▸ কার জীবনের ইতিহাস ছোট?

উত্তর : কাঙালীর মায়ের জীবনের ইতিহাস ছোট।

প্রশ্ন ২৯ ▸ কাকে জন্ম দিয়ে তার মা মারা যায়?

উত্তর : অভাগীকে জন্ম দিয়ে তার মা মারা যায়।

প্রশ্ন ৩০ ▸ কাঙালীর মায়ের নাম কী?

উত্তর : কাঙালীর মায়ের নাম অভাগী।

প্রশ্ন ৩১ ▸ অভাগীর স্বামীর নাম কী?

উত্তর : অভাগীর স্বামীর নাম রসিক বাঘ।

প্রশ্ন ৩২ ▸ রসিক বাঘ কাকে নিয়ে অন্য গ্রামে উঠে গেল?

উত্তর : রসিক বাঘ অন্য বাঘিনীকে নিয়ে অন্য গ্রামে উঠে গেল।

প্রশ্ন ৩৩ ▸ কাকে বিশ্বাস করা কাঙালীর অভ্যাস?

উত্তর : মাকে বিশ্বাস করা কাঙালীর অভ্যাস।

প্রশ্ন ৩৪ ▸ কার মতো সতী-লক্ষ্মী দুলে পাড়ায় নেই?

উত্তর : কাঙালীর মা অভাগীর মতো সতী-লক্ষ্মী দুলে পাড়ায় নেই।

প্রশ্ন ৩৫ ▸ কিসের প্রস্তাব কাঙালীর ভালো লাগত?

উত্তর : কাজ কামাই করার প্রস্তাব কাঙালীর ভালো লাগত।

প্রশ্ন ৩৬ ▸ কার হাতের আগুন পেলে অভাগী স্বর্গে যাবে?

উত্তর : কাঙালীর হাতের আগুন পেলে অভাগী স্বর্গে যাবে।

প্রশ্ন ৩৭ ▸ কাঙালী মায়ের জন্য কী বাঁধা দিয়েছে?

উত্তর : কাঙালী মায়ের জন্য ঘটি বাঁধা দিয়েছে।

প্রশ্ন ৩৮ ▸ কবিরাজের দেওয়া চারটি বড়ি অভাগী কোথায় ফেলে দিল?

উত্তর : কবিরাজের দেওয়া চারটি বাড়ি অভাগী উনুনে ফেলে দিল।

www.abswer.com

www.abswer.com

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

● এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১ ▸ মাকে বিশ্বাস করাই কাঙালীর অভ্যাস কেন? [ঢা, বো. '১৯]

উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ২(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ২ ▸ "মা মরেছে ত যা নিচে নেবে দাঁড়া"– অধর রায়ের এরূপ উক্তির কারণ কী? [সকল বোর্ড ২০১৮]

উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ৩(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৩ ▸ রসিক দুলে তার পায়ের ধুলো দিতে গিয়ে কেঁদে ফেলল কেন? [ঢা. বো. '১৭; সি. বো. '১৭]

উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ৪(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৪ ▸ 'রসিক হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল'– কেন? [রা. বো. '১৭]

উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ৫(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

● শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ৫ ▸ কাঙালীর অসহায়ত্বের কারণ কী? [রংপুর ক্যাডেট কলেজ]

উত্তর : কাঙালীর অসহায়ত্বের প্রধান কারণ পিতার সঙ্গে সম্পর্কহীনতা, দারিদ্র্য এবং নিচু জাত বলে সামাজিক বৈষম্য।

'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে কাঙালী দুলে পরিবারের ছেলে। ছেলেবেলা থেকেই সে বাবার আদর পায়নি। মাকে ছেড়ে তার বাবা আর একটি বিয়ে করে অন্য গ্রামে সংসার পেতেছে। কাঙালীদের সংসারে নিত্য অভাব। তার মা কোনো রকমে সংসারে দুবেলা খাদ্যের সংস্থান করে। সেই মায়ের অসুস্থতা ও মৃত্যু, সর্বোপরি সামাজিক বৈষম্য কাঙালীর জীবনকে অনিশ্চয়তা ও অসহায়ত্বের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

প্রশ্ন ৬ ▸ অধর রায় বারান্দায় গোবরজল দিতে বলেছেন কেন?
[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

উত্তর : অধর রায় বারান্দায় গোবরজল ছড়িয়ে দিতে বলার কারণ হলো– নিচু জাতের সন্তান কাঙালী তার মায়ের মড়া ছুঁয়ে এসে অধর রায়ের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল।

কাঙালী মায়ের শেষ ইচ্ছা পূরণের জন্য মায়ের মৃত্যুর পর কাঠের ব্যবস্থা করতে জমিদারের কাছারি বাড়ি যায়। কাছারি বাড়ির কর্তা অধর রায়। কাঙালী তার কাছে তাদের বাড়ির আঙিনায় লাগানো বেলগাছটি কাটার অনুমতি চায় মাকে পোড়ানোর জন্য। এতে অধর রায় বিরক্ত হয়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা কাঙালীকে নিচে নেমে দাঁড়াতে বলে এবং জাত জিজ্ঞাসা করে। অধর রায় ওর দাঁড়ানোর জায়গাটাতে গোবর জল ছড়িয়ে দিতে আদেশ দেন। মূলত কাঙালী নিচু জাতের হওয়ায় এবং মড়া ছুঁয়ে আসায় অধর রায় এ কথা বলেছেন।

প্রশ্ন ৭ ▸ স্বামী ছেড়ে যাওয়ার পরেও কেন অভাগী পুনরায় বিয়ে করেনি? [পাবনা ক্যাডেট কলেজ]

উত্তর : স্বামী ছেড়ে যাওয়ার পরও কাঙালীর মা দ্বিতীয় বিয়ে করেনি একমাত্র সন্তান কাঙালীর জন্য।

কাঙালীর বাবা ছেড়ে যাওয়ার পর অভাগীকে অনেকেই বিয়ে করতে বলেছে। কিন্তু তাতে অভাগীর মন গলেনি, সে বিয়েতে রাজি হয়নি। কারণ সে জানে কাঙালীর সে ছাড়া এ জগতে আর কেউ নেই। তাই নিজের কথা ভেবে স্বার্থপরের মতো সে বিয়ে করেনি, বাঙালীর জন্য কারও প্ররোচনায় সে কান দেয়নি।

প্রশ্ন ৮ ▸ অভাগী কবিরাজের বড়ি উনুনে ফেলে দিল কেন?
[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]

উত্তর : কাঙালী মায়ের চিকিৎসার জন্য ঘটি বাঁধা দেওয়ায় তার মা অভাগী রাগ করে কবিরাজের বড়ি উনুনে ফেলে দিল।

অভাগীর জীবননাট্যের শেষ অঙ্ক পার হতে চলল। কাঙালী গিয়ে কাঁদাকাটি করল, হাতে পায়ে পড়ল, শেষে ঘটি বাঁধা দিয়ে তাকে এক টাকা প্রণামি দিল। কিন্তু তাতেও কবিরাজ না এসে গোটা চারেক বড়ি দিলেন। কাঙালির মা রাগ করে বলল, কেন তুই আমাকে না বলে ঘটি বাঁধা দিতে গেলি বাবা? হাত পেতে বড়ি কয়টি নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে উনুনে ফেলে দিয়ে বলল, ভালো হই তো এতেই হব, বাগদি দুলের ঘরে কেউ ওষুধ খেয়ে বাঁচে না।

প্রশ্ন ৯ ▸ বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ধানের কারবারে অতিশয় সংগতিপন্ন মনে হয় কেন? [পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, কুষ্টিয়া]

উত্তর : বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ত্রীর মৃত্যুতে শবযাত্রার আয়োজন করতে দেখে তাকে ধানের কারবারে অতিশয় সংগতিপন্ন মনে হয়।

বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ধানের কারবারের মাধ্যমে অতিশয় সংগতিপন্ন হয়েছেন। তার স্ত্রীর শবযাত্রার আয়োজনে শ্মশানে পূর্বাহ্নেই কাঠের ভার, চন্দনের টুকরা, ঘৃত, মধু, ধূপ, ধুনা প্রভৃতি উপকরণ সঞ্চিত হয়েছিল। শবযাত্রা দেখে মনে হয়েছিল, এ কোনো শোকের ব্যাপার নয়, গৃহিণী যেন নতুন করে আরেকবার স্বামিগৃহে যাত্রা করছেন। আড়ম্বরপূর্ণ এ শেষ কৃত্যানুষ্ঠান দেখে তাই মনে হয় বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ধানের কারবারে অতিশয় সংগতিপন্ন।

প্রশ্ন ১০ ▸ অভাগীর অন্তিম ইচ্ছা পূরণ হলো না কেন?
[মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]

উত্তর : জাত-ধর্মের বিভেদ ও জমিদারি প্রথার নিষ্ঠুরতার জন্য অভাগীর অন্তিম ইচ্ছা পূরণ হলো না।

স্বামী পরিত্যক্তা অভাগী একমাত্র সন্তান কাঙালীকে নিয়ে কোনোমতে জীবন পার করছিল। তার আশা ছিল ছেলে একদিন বড় হয়ে তার দুঃখ ঘুচাবে। মৃত্যুর পর ছেলের হাতের আগুন পেয়ে সে স্বর্গে যাবে। কিন্তু এ সমাজ তার অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করতে দেয়নি। ছোট জাতের বলে তার নিজের হাতে লাগানো বেলগাছটিও জমিদার কাটতে দেয়নি। যার জন্য কাঙালী মায়ের শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে পারেনি।

প্রশ্ন ১১ ▸ "ছেলের হাতের আগুন! সে তো সোজা কথা নয়।"– ব্যাখ্যা কর। [ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা]

উত্তর : "ছেলের হাতের আগুন, সে তো সোজা কথা নয়"– এ কথা কাঙালীর মা বলেছিল ছেলের হাতে আগুন লাভ করে স্বর্গে যাওয়ার ভাবনা থেকে।

'অভাগীর স্বর্গ' গল্পটি অভাগীর সৎকারের বাসনাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। ধর্মভীরু কুসংস্কারাচ্ছন্ন নিচু জাতের মেয়ে অভাগী। সে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রীর শবযাত্রায় বহু কণ্ঠে হরিধ্বনির সঙ্গে পুত্রহস্তে মুখাগ্নি দেখে ভাবল ঠাকুরদাসের স্ত্রী স্বর্গে যাচ্ছেন। এজন্য সেও তার সৎকারে ছেলের হাতের আগুন প্রত্যাশা করল। তার ধারণা, ছেলের হাতে আগুন পেলেই সে স্বর্গে যাবে। সেজন্য সে ভেবেছে, ছেলের হাতের আগুন পাওয়া সোজা কথা না, ভাগ্যের ব্যাপার।

প্রশ্ন ১২ ▸ হিন্দুস্থানি দারোয়ান অশ্রাব্য গালি দিলেও গায়ে হাত দিল না কেন? [বরিশাল সরকারি বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়]

উত্তর : হিন্দুস্থানি দারোয়ান অশ্রাব্য গালি দিলেও গায়ে হাত দিল না অশৌচের ভয়ে।

তৎকালীন হিন্দুসমাজে জাত-পাত ও বর্ণপ্রথা প্রচলিত ছিল। উঁচু বর্ণের বা জাতের মানুষরা জাত-ধর্মের ভয়ে নিচু জাতের মানুষদের ছায়াও মাড়াত না। কাঙালী নিচু জাতের ছেলে। সে তার মায়ের মৃতদেহ স্পর্শ করেছে। তাই হিন্দুস্থানি দারোয়ান দূর থেকে কাঙালীকে অশ্রাব্য গালি দিলেও অশৌচের ভয়ে তার গায়ে হাত দিল না।

● মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১৩ ▸ "এই ছলনায় বহুদিন কাঙালীর মা তাকে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে।" উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : না খেয়ে থেকে 'খিদে নেই' বলে কাঙালীর মা অনেকদিন তাকে ফাঁকি দিয়েছে।

কাঙালী ও তার মায়ের অভাবের সংসার। ঠিকমতো খাবার জোটে না। তাই অনেক সময় ছেলেকে খাইয়ে মা না খেয়ে থাকে। কিন্তু

www.abswer.com

www.abswer.com

কাঙালী জিজ্ঞাসা করলে বলেছে যে তার খিদে নেই। আসলে তো খাবার নেই বলে সে খাচ্ছে না। এভাবে খিদে না থাকার ছলনায় অনেক দিন সে কাঙালীকে ফাঁকি দিয়েছে।

প্রশ্ন ১৪ ▸ অভাগীর মায়ের কিসে মনে হচ্ছিল ঠাকুরদাস মুখুয্যের স্ত্রী স্বর্গে যাচ্ছে?

উত্তর : কাঙালীর মা দেখল যে, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রীর শবে যখন বহুকণ্ঠের হরিধ্বনির সঙ্গে পুত্রহস্তের আগুন লাভ করছে তখন প্রশ্নোক্ত কথাটি সে মনে মনে বলেছিল।

কাঙালীর মায়ের মতে মৃত্যুর পর ছেলের হাতের আগুন অত্যন্ত পবিত্র। যে মা তা পায় সে অত্যন্ত ভাগ্যবতী। কারণ ছেলের হাতে আগুন পেলে সে স্বর্গে যায়। তাই যখন ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রীর চিতায় তার ছেলে আগুন দিচ্ছিল তখন কাঙালীর মায়ের অনুরূপ ভাবনাটি হয়েছিল।

প্রশ্ন ১৫ ▸ রাখালের মা কাঙালীর মাকে সতী-লক্ষ্মী বলেছিল কেন?

উত্তর : ছেড়ে যাওয়া স্বামীর প্রতি ভক্তি এবং সন্তানকে আগলে রাখার দিক বিবেচনা করে রাখালের মা কাঙালীর মাকে সতী-লক্ষ্মী বলেছিল।

কাঙালীর মা অভাগী পৃথিবীতে বড় অসহায়। মাতৃহারা অভাগীর বিয়ে হয় রসিক দুলের সঙ্গে কিন্তু অভাগীর কপালে বেশিদিন সেই সুখ সয়নি। রসিক দুলে আরেকটি বিয়ে করে অন্য গ্রামে চলে যায়। তখন অনেকেই অভাগীকে বিয়ে করার জন্য পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু অভাগী স্বামী এবং একমাত্র সন্তানের কথা ভেবে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেনি। দুঃখ-দৈন্যে সে কাঙালীকে বুকে আগলে বড় করতে লাগল। এ কারণেই রাখালের মা কাঙালীর মাকে সতী-লক্ষ্মী বলেছিল।

প্রশ্ন ১৬ ▸ অভাগী কেন শ্মশানের কাছে যেতে সাহস পেল না?

উত্তর : দুলে বংশের মেয়ে বলে অভাগী শ্মশানের কাছে যেতে সাহস পেল না।

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী মারা যাওয়ায় তাকে মহাসমারোহে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সৎকারের জন্য। হিন্দু রীতিতে দুলে বংশ অনেক ছোট। বড় বংশের মড়া পোড়ানোর সময় ছোট জাতের কেউ শ্মশানে গেলে সেটা দৃষ্টিকটু হয়। অভাগী সবার পিছু পিছু শ্মশানের কাছাকাছি গেলেও ভেতরে যাওয়ার সাহস পেল না। কারণ সে দুলে অর্থাৎ নীচু বংশের মেয়ে।

প্রশ্ন ১৭ ▸ অভাগীর বাবা কেন মেয়ের নাম অভাগী রাখল?

উত্তর : অভাগীর যখন জন্ম হয়, তখনই তার মা মারা যায়। এ কারণেই রাগ করে বাবা তার মেয়ের নাম রাখল অভাগী।

অভাগীর বাবার কাজ মাছ ধরা। দিন-রাত সে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। যেদিন অভাগীর জন্ম হলো— সেদিন আঁতুড়েই অভাগীর মা মারা গেল। সদ্যোজাত শিশুর মা মারা যাওয়া দারুণ দুর্ভাগ্যের নামান্তর। কারণ মাতৃস্নেহ ও মাতৃস্তন্য থেকে সে বঞ্চিত। তাছাড়া অভাগীর বাবা জীবিকা নির্বাহের একমাত্র পন্থা মাছ ধরার কাজে সারাদিন বাইরে থাকে। ফলে অভাগীর কপালে পিতৃস্নেহও বিশেষ জুটবে না। এ কারণেই বাবা রাগ করে তার নাম রাখে 'অভাগী'।

বহুনির্বাচনি অংশ MCQ SECTION

প্রিয় শিক্ষার্থী, এ অংশে তোমাদের সেরা প্রস্তুতির জন্য অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি বোর্ড প্রশ্ন, সেরা স্কুলের প্রশ্ন এবং মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল প্রণীত বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর প্রদত্ত হলো। অনুশীলনের সুবিধার্থে সঠিক উত্তরের বৃত্ত (●) ভরাট না করে Self-Test আকারে নিচে উত্তর দেওয়া হয়েছে।

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে প্রণীত

সঠিক উত্তরটির বৃত্ত (●) ভরাট কর :

১. কোন নদীর তীরে শ্মশানঘাট অবস্থিত?
ⓚ শঙ্খ ⓛ গরুড়
ⓖ গড়াই ⓘ পদ্মা

২. রসিক বেল গাছটি কী কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছিল?
ⓚ অভাগীর শবদাহ ⓛ ঘরবাড়ি তৈরি
ⓖ রান্নার কাঠ সংগ্রহ ⓘ কাঙালীর জন্য

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৩-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :
তর্করত্ন কহিলেন ধার নিবি শুধবি কীভাবে? গফুর বলিল, যেমন করে পারি শুধব বাবা ঠাকুর, তোমাকে ফাঁকি দেব না।

৩. তর্করত্ন 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধি?
ⓚ ঠাকুর দাস মুখুজ্যে ⓛ রসিক দুলে
ⓖ দারোয়ানজী ⓘ অধর

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর — বোর্ড পরীক্ষক প্যানেল কর্তৃক প্রণীত

৪. "ক্যাঙলার মার মত সতী-লক্ষ্মী আর দুলে পাড়ায় নেই"— উক্তিটি কার? [ঢা. বো. '২০]
ⓚ বিন্দির মার ⓛ বিন্দির পিসির
ⓖ নাপিত বউ ⓘ রাখালের পিসির

৫. "কালো আর ধলো বাহিরে কেবল ভিতরে সবার সমান রাঙা"— এ উক্তির বিপরীত বৈশিষ্ট্য 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের কোন চরিত্রে দেখা যায়? [রা. বো. '২০]
ⓚ অধর রায় ⓛ অভাগী ⓖ ঠাকুর দাস ⓘ কাঙালী

৬. "তোর হাতের আগুন যদি পাই বাবা, বামুন-মার মতো আমিও সগ্যে যেতে পাবো"— উক্তিতে কী প্রকাশ পেয়েছে? [য. বো. '২০]
ⓚ ধর্ম বিশ্বাস ⓛ কুসংস্কার
ⓖ সন্তানবাৎসল্য ⓘ শোককাতরতা

৭. দারোয়ানটা কাঙালীর গায়ে হাত দিল না কিসের ভয়ে? [চ. বো. '২০]
ⓚ জমিদারের ⓛ জাত যাওয়ার
ⓖ অশৌচের ⓘ পেয়াদার

৮. 'ওরে কে আছিস রে, এখানে একটু গোবরজল ছড়িয়ে দে'— এ বাক্যে গোবরজল ছড়িয়ে দেওয়ার কারণ কী? [সি. বো. '২০]
ⓚ গোবরজল দিয়ে ভালো পরিষ্কার হয় ⓛ কাঙালীকে অপমান করা
ⓖ কাঙালীকে তাড়িয়ে দেওয়া ⓘ ছোট জাত বলে ঘৃণা করা

৯. কাঙালীকে কে গলাধাক্কা দিল? [ব. বো. '২০]
ⓚ অধর রায় ⓛ পাঁড়ে ⓖ দারোয়ান ⓘ ঠাকুরদাস

১০. "অভাগীর স্বর্গ" গল্পে মা কাঙালীকে কার কাছ থেকে আলতা আনতে বলেছিল? [চ. বো. '১৯]
ⓚ বিন্দির পিসি ⓛ রাখালের মা ⓖ বামুন মা ⓘ নাপতে বৌদি

১১. 'দুলে৷ দুলের মড়ার কাঠ কী হবে শুনি?'— উক্তিটিতে অধর রায়ের কোন মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে? [সি. বো. '১৯]
ⓚ অবজ্ঞা ⓛ ঘৃণা ⓖ অহংকার ⓘ তিরস্কার

১২. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ডি.লিট উপাধি প্রদান করে কোন বিশ্ববিদ্যালয়? [য. বো. '১৭; ব. বো. '১৫]
ⓚ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ⓛ কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ⓖ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ⓘ রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

উত্তরের শুদ্ধতা/নির্ভুলতা যাচাই করো

১	ⓛ	২	ⓚ	৩	ⓘ	৪	ⓚ	৫	ⓚ	৬	ⓚ	৭	ⓖ	৮	ⓘ	৯	ⓛ	১০	ⓘ	১১	ⓚ	১২	ⓚ

www.abswer.com

www.abswer.com

১৩. 'সব ব্যাটারাই এখন বামুন-কায়েত হতে চায়'– 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে এ বক্তব্যে কোন ভাব ফুটে উঠেছে? [চ. বো. '১৭]
ক বিরক্তি খ ক্রোধ গ ক্ষোভ ঘ বিদ্রূপ

১৪. দাও বাবা, দাও একটু পায়ের ধুলো।– এ কথা কে বলেছিলেন? [চ. বো. '১৬; সি. বো. '১৭]
ক কাঙালী খ ঈশ্বর নাপিত গ বিন্দির পিসি ঘ রাখালের মা

১৫. সব বেটারাই এখন বামুন-কায়েত হতে চায়। বাক্যটিতে ফুটে উঠেছে– [ঢা. বো. '১৬]
ক ঘৃণা খ অবজ্ঞা গ উপহাস ঘ তাচ্ছিল্য

১৬. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে কত সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডি. লিট উপাধি দেয়? [রা. বো. '১৬]
ক ১৯৩৬ খ ১৯৩৭ গ ১৯৩৮ ঘ ১৯৩৯

১৭. শীত, তাপ, ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা–
সবাই আমরা সমান বুঝি–
চরণ দুইটির বক্তব্য 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের কোন দিকটির বিপরীত? [কু. বো. '১৬]
ক সামাজিক বৈষম্য খ জাতি বৈষম্য
গ ধনী দরিদ্র বৈষম্য ঘ শ্রেণি বৈষম্য

১৮. 'বলিসনে মা বলিসনে– আমার বড্ড ভয় করে'– এ ভয়ের কারণ কী? [কু. বো. '১৬]
ক শ্মশানের দৃশ্য দেখে খ রূপকথার গল্প শুনে
গ ভূতের গল্প শুনে ঘ মৃত্যুর কথা শুনে

১৯. সে যেন একটা 'উৎসব' বাঁধিয়া গেল– এখানে কোন উৎসবের কথা বলা হয়েছে? [সি. বো. '১৬]
ক শ্রাদ্ধের খ ব্রাহ্মণ ভোজের
গ শবযাত্রার ঘ কাঙালি ভোজের

২০. 'আর একটি প্রাণী দূরে থাকিয়া এই দলের সঙ্গী হইল'– এখানে অভাগীকে 'প্রাণী' বলে উল্লেখ করার কারণ– [য. বো. '১৯]
i. ছোটজাত বলে অবজ্ঞার পাত্র
ii. নারী বলে অবহেলিত
iii. দরিদ্র বলে উপেক্ষিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ ii ও iii

২১. রসিক বেলগাছটি কাটতে গেলে দারোয়ান বাধা দেয়ার কারণ– [দি. বো. '১৯]
i. দুলের মড়া পোড়ানোর নিয়ম নেই
ii. বেলগাছটির মালিক জমিদার
iii. গোমস্তার অনুমতি নেয়নি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ ii ও iii

২২. 'পাঁড়ে, ব্যাটাকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দে ত!'– অধর রায়ের এ উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে– [রা. বো. '১৫]
ক উপেক্ষা খ তাচ্ছিল্য গ বিরক্তি ঘ উপহাস

২৩. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে ঠাকুরদাস মুখুয্যের স্ত্রী কত দিনের জ্বরে মারা গিয়েছিল? [য. বো. '১৫]
ক পাঁচ খ সাত গ আট ঘ নয়

২৪. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে বেলগাছটির অবস্থান কোথায়? [চ. বো. '১৫]
ক বাড়ির বাইরে খ কুটির প্রাঙ্গণে
গ শ্মশানের ধারে ঘ নদীর ধারে

২৫. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে কোন খেতাবে ভূষিত করে? [দি. বো. '১৫]
ক ডি. লিট. খ জগত্তারিণী গ কথাসাহিত্যিক ঘ পল্লিকবি

২৬. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে উপস্থাপিত তৎপর্য– [ঢা. বো. '১৭]
i. সামন্তবাদের নির্মম রূপ
ii. হতদরিদ্র মানুষের দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা
iii. একজন রোগক্লিষ্ট মানুষের যাপিত জীবন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত দরদি ভাষায় উপস্থাপন করেছেন– [রা. বো. '১৭]
i. সামন্তবাদের নির্মম চিত্র
ii. নিচু শ্রেণির মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণা
iii. উঁচু শ্রেণির মৃতের অনাড়ম্বর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের জমিদারের আচরণে প্রকাশ পায়– [ব. বো. '১৬]
i. অত্যাচারীর রূপ
ii. ভালোবাসার রূপ
iii. জাতভেদের রূপ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i ও iii

২৯. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে প্রকাশ পেয়েছে– [দি. বো. '১৬]
i. যৌতুকের বিভীষিকাময় পরিণতি
ii. সামন্তবাদের নির্মম রূপ
iii. নিচ শ্রেণির হতদরিদ্র মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. রসিকের হতবুদ্ধির মতো দাঁড়ানোর কারণ– [কু. বো. '১৫]
i. তাকে কেউ এত ভালোবাসে তা জেনে
ii. দারোয়ান তাকে কষে চড় মারাতে
iii. কেউ তার পায়ের ধুলো চাইতে পারে, তা শুনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৩১ ও ৩২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মহেশের জন্য খড় ধার চাইতে গিয়ে গফুর এক সময় তর্করত্নের পা ছুঁইতে যায়। তর্করত্ন তীরবৎ দুই হাত পিছাইয়া গিয়া বলিয়াছিল, "আ মর! ছুঁয়ে ফেলবি নাকি।" [কু. বো. '২০]

৩১. উদ্দীপকে ফুটে ওঠা ভাবটি নিচের কোন রচনায় বিদ্যমান?
ক সুভা খ অভাগীর স্বর্গ
গ উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন ঘ আম-আঁটির ভেঁপু

৩২. ফুটে ওঠা ভাবটি হলো–
ক অমানবিক আচরণ খ দারিদ্র্য
গ শ্রেণিবৈষম্য ঘ সাম্প্রদায়িকতা

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৩৩ ও ৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জরিনা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে ধনাঢ্য ব্যবসায়ী করিম মন্ডলের বাড়িতে। মেয়ে সুমী প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় ভালো ফল করার পর পড়াশুনার ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন। করিম মন্ডলের স্ত্রীর কাছে পরামর্শ চাইলে তিনি বলেন, মাইয়্যারে জজ-ব্যারিস্টার না বানাইয়া কাজে দিয়া দাও। [দি. বো. '২০]

৩৩. করিম মন্ডলের স্ত্রীর মানসিকতার সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্র–
ক ঠাকুরদাস মুখুয্য মহাশয় খ দারোয়ান
গ মুখুয্য মহাশয়ের বড় ছেলে ঘ অধর রায়

৩৪. উক্ত সাদৃশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বাক্য নিচের কোনটি?
ক যা যা এখানে কিছু হবে না
খ মাকে পোড়াবি ত গাছের দাম পাঁচটা টাকা আনগে
গ একি তোর বাপের গাছ আছে যে কাটতে লেগেছিস
ঘ সব ব্যাটারাই বামুন কায়েত হতে চায়

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩৫ ও ৩৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
শিল্পপতি অসিত চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে দারোয়ানের চাকরি করে বৃদ্ধ তাপস। নিচু জাতের বলে কখনো দারোয়ানকে অবজ্ঞা করেননি অসিত চট্টোপাধ্যায়। 'তাপসদা' বলেই সম্বোধন করেন তিনি দারোয়ানকে। বয়োবৃদ্ধ তাপস এক সময় কাজ করার সামর্থ্য হারিয়ে তার ছেলেকে নিজের স্থলে নিয়োগের জন্য প্রশিক্ষণ দিতে থাকে। কিন্তু একদিন গাড়ি ধুতে গিয়ে গাড়ির একটি গ্লাস ভেঙে ফেলে ছেলেটি। এতে ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে তাপস। [রা. বো. '১৯]

৩৫. উদ্দীপকের অসিত চট্টোপাধ্যায় 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের কোন চরিত্রের বিপরীত?
ক দারোয়ান খ অধর রায়
গ ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ঘ পাঁড়ে

৩৬. উদ্দীপকের তাপসকে 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের অভাগীর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলা যায়, কারণ তারা উভয়েই–
i. দায়িত্বশীল
ii. সন্তানবৎসল
iii. শঙ্কাগ্রস্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উত্তরের শুদ্ধতা/নির্ভুলতা যাচাই করো

১৩	ঘ	১৪	গ	১৫	গ	১৬	ক	১৭	ঘ	১৮	ঘ	১৯	গ	২০	ক	২১	ঘ	২২	খ
২৩	খ	২৪	খ	২৫	খ	২৬	ক	২৭	ক	২৮	ঘ	২৯	গ	৩০	গ	৩১	খ	৩২	গ
৩৩	গ	৩৪	ঘ	৩৫	খ	৩৬	ঘ												

www.abswer.com

www.abswer.com

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩৭ ও ৩৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
সাদিদ বাগেরহাট পিসি কলেজে পড়ে। মায়ের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে রাতেই বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা দেয়। গভীর রাতে বাড়ির নিকটে নদীর তারে পৌছায়। নদীতে পারাপারের নৌকা না পেয়ে সাঁতার কেটে নদী পার হয়ে বাড়িতে আসে। [ব. বো. '১৯]

৩৭. উদ্দীপকের সাদিদ চরিত্রটি 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের কার প্রতিনিধিত্ব করে?
ক জমিদার খ রসিক বাঘ গ গোমস্তা ঘ কাঙালী

৩৮. উক্ত চরিত্রে ফুটে উঠেছে—
i. মায়ের প্রতি ভালোবাসা
ii. মায়ের প্রতি কর্তব্যবোধ
iii. মায়ের ঋণ পরিশোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩৯ ও ৪০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
ভগবানের ফৌজদারি কোর্ট নাই
সেখানে জাত বিচার পৈতে টিকিটুপি টোপর
সব সেথা ভাই একাকার .
জাত সে শিকেয় তোলা রবে, কর্ম নিয়ে
বিচার হবে,
বামুন চাঁড়াল এক গোয়ালে,
নরক কিংবা স্বর্গে থোওয়া। [সকল বোর্ড ২০১৮]

৩৯. উদ্দীপকটি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন রচনাটিকে ইঙ্গিত করছে?
ক নিরীহ বাঙালি খ অভাগীর স্বর্গ
গ দেনাপাওনা ঘ আম-আঁটির ভেঁপু

৪০. উক্ত রচনায় প্রকাশ পেয়েছে—
i. সামন্তবাদের নির্মম রূপ
ii. নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন
iii. শ্রমজীবীদের প্রতি সহানুভূতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪১ ও ৪২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
পূজার সময় যেমন খাঁ পাড়ার কুদ্দুস, সেলিনা, কামালরা হিন্দু পাড়ায় যায়, তেমনি ঈদের দিন অরুণ, মালতী, ভবেশরা খাঁ পাড়ায় আসে। খায়-দায়, আনন্দে মাতে। রহমতপুরের মানুষ যেন একে অপরের স্বজন। [দি. বো. '১৭]

৪১. উদ্দীপকের ভাববস্তুর সাথে নিচের কোন রচনার বিষয়বস্তুর বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়?
ক দেনাপাওনা খ অভাগীর স্বর্গ গ আম-আঁটির ভেঁপু ঘ মমতাদি

৪২. উল্লিখিত রচনায় ফুটে উঠেছে—
i. সামন্তবাদের নির্মম চিত্র
ii. অগাধ পতিভক্তির পরিচয়
iii. সাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর — মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৪৩. 'তোর বাবাকে একবার ধরে আনবি'— কথাটিতে অভাগীর কোন অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে? [সিলেট ক্যাডেট কলেজ]
ক রাগ খ ভালোবাসা গ অভিমান ঘ সম্মান

৪৪. গ্রামে কে নাড়ি দেখতে পারে? [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
ক ঈশ্বর নাপিত খ অধর রায় গ ভুবন মুখুজ্যে ঘ বিপিন

৪৫. সামন্তবাদের নির্মম চিত্র ফুটে উঠেছে কোন রচনায়? [আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা; কুমিল্লা মডার্ণ হাই স্কুল]
ক পয়লা বৈশাখ খ আম-আঁটির ভেঁপু
গ অভাগীর স্বর্গ ঘ উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন

৪৬. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে জমিদারের কাছারির কর্তা কে? [ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ; লালমনিরহাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক অধর রায় খ রসিক দুলে
গ ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ঘ কবিরাজ

৪৭. 'দুলের মড়ার কাঠ কি হবে শুনি?'— উক্তিটি কার? [শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজ, ঢাকা; লক্ষ্মীপুর আদর্শ সামাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক কাঙালীর খ অধর রায়ের
গ ভট্টাচার্য মশায়ের ঘ ঠাকুরদাসের

৪৮. 'কালো আর ধলো বাহিরে কেবল, ভিতরে সবার সমান রাঙা' — চরণটির বক্তব্য 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের কোন দিকটির বিপরীত? [সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা]
ক জাত বৈষম্য খ শ্রেণি বৈষম্য গ সামাজিক বৈষম্য ঘ ধর্ম বৈষম্য

৪৯. 'জাত গেল জাত গেল বলে এ কী আজব কারখানা'। — চরণদ্বয়ের সঙ্গে সংগতি রয়েছে কোন রচনায়? [এস ও এস হারম্যান মেইনার কলেজ, ঢাকা]
ক সুভা খ মমতাদি
গ আম-আঁটির ভেঁপু ঘ অভাগীর স্বর্গ

৫০. হিন্দুস্থানি দারোয়ান কাঙালীকে মারতে গিয়েও গায়ে হাত দিল না কেন? [ক্যামব্রিয়ান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ]
ক নিচু শ্রেণি বলে খ ছোট ছেলে মনে করায়
গ ভিন্ন জাতের জন্য ঘ অশৌচের কারণে

৫১. লেখক 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে কোনটিকে বিস্ময়ের বস্তু বলেছেন? [শেরপুর সরকারি হিস্টোরিয়া একাডেমী; পাবনা জেলা স্কুল]
ক রসিক বাঘের আচরণকে খ অভাগীর স্বপ্ন দেখাকে
গ অধর রায়ের আচরণকে
ঘ অভাগীর কাঙালীর মা হয়ে বেঁচে থাকাকে

৫২. ঠাকুরদাস মুখুয্যের স্ত্রীর শবযাত্রার দূর থেকে কে সঙ্গী হলো? [বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]
ক কাঙালী খ অভাগী গ রাখালের মা ঘ রাখাল

৫৩. 'মানুষ মানুষের জন্য'— ভাবনার বৈপরীত্য কোন চরিত্রে লক্ষ করা যায়? [রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল]
ক কুলীন রায় খ রসিক দুলে গ অধর রায় ঘ কাঙালী

৫৪. 'যা, মুখে একটু নুড়ো জ্বেলে দিয়ে নদীর চড়ায় মাটি দে গে।' 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে উক্তিটি কার? [নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা]
ক মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের খ ভট্টাচার্য মহাশয়ের
গ অধর রায়ের ঘ দারোয়ানের

৫৫. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের দারোয়ান চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে — [বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, চট্টগ্রাম]
ক কর্তব্যপরায়ণতা খ দরিদ্রের প্রতি অবহেলা
গ নিচু জাতের প্রতি অবজ্ঞা ঘ ধর্মীয় কুসংস্কার

৫৬. 'রসিক হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল'— কেন? [সরকারি মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; দি বাডস রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, মৌলভীবাজার]
ক অভাগীর কষ্ট দেখে খ স্ত্রীকে মৃত্যুশয্যায় দেখে
গ কৃতকর্মে অনুতপ্ত হয়ে ঘ ছেলের কথা শুনে

৫৭. রসিক বাঘ যে বেলগাছটি কাটতে গিয়েছিল সেটি কার হাতে পোঁতা ছিল? [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
ক কাঙালীর খ অভাগীর
গ বিন্দির মায়ের ঘ রাখালের পিসির

৫৮. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কত সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী পদক লাভ করেন? [সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়]
ক ১৯১৮ সালে খ ১৯১৯ সালে
গ ১৯২০ সালে ঘ ১৯২১ সালে

৫৯. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে 'প্রণামী' শব্দটি কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক পুরোহিতকে দেওয়া সালামি খ দেব-দেবীকে দেওয়া প্রসাদ
গ সশ্রদ্ধ সালাম প্রদান ঘ কবিরাজের চিকিৎসা ফি

৬০. অভাগীর শেষ ইচ্ছা অপূর্ণ থাকার জন্য দায়ী কে? [পটুয়াখালী সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়]
ক কবিরাজ খ অধর রায় গ দারোয়ান ঘ রসিক বাঘ

উত্তরের শুদ্ধতা/নির্ভুলতা যাচাই করো

৩৭	ঘ	৩৮	ক	৩৯	খ	৪০	গ	৪১	খ	৪২	ঘ	৪৩	ঘ	৪৪	ক	৪৫	গ	৪৬	ক	৪৭	খ	৪৮	ক
৪৯	ঘ	৫০	ঘ	৫১	ঘ	৫২	খ	৫৩	গ	৫৪	খ	৫৫	গ	৫৬	গ	৫৭	খ	৫৮	গ	৫৯	ঘ	৬০	খ

www.abswer.com

www.abswer.com

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৬১. কাঙালীর মায়ের মৃতদেহ সৎকারের কাঠ জোগাড় করতে না পারার কারণ– [রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ]
i. দরিদ্রতা ii. উঁচু শ্রেণির নিষ্ঠুরতা
iii. জাতি বৈষম্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬২. কাঙালীর মায়ের শ্মশানের কাছে যাওয়ার সাহস না পাওয়ার কারণ সে– [সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
i. চন্ডাল
ii. ছোট জাতের
iii. দুলের মেয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৩. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে দেখানো হয়েছে– [বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]
i. বর্ণপ্রথা
ii. মানুষের অমানবিকতা
iii. সমাজের দারিদ্র্য ও কলুষতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৪. অধর রায়ের গোবরজল ছিটিয়ে দেওয়ার আহ্বান যে কারণে– [বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. কাঙালী ছোট জাতের লোক
ii. সে মরা ছুঁয়ে এসেছে
iii. সে তুচ্ছ কাজকর্মে যুক্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ ii ও iii

৬৫. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের কোন চরণে সমাজবাদের প্রভাব ফুটে উঠেছে? [পটুয়াখালী সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়; পিরোজপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. মাকে পোড়াবি তো গাছের দাম পাঁচ টাকা আনগে
ii. মা, মুখে একটু নুড়ো জ্বেলে দিয়ে নদীর চড়ায় মাটি দেগে
iii. শালা, একি তোর বাপের গাছ যে কাটতে লেগেছিস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৬. সব বেটাই এখন বামুন কায়েত হতে চায়। এ বাক্যে ফুটে ওঠে– [পিরোজপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. বর্ণবৈষম্য
ii. ব্যাঙ্গ ও তাচ্ছিল্য
iii. দম্ভ ও অহংকার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৭. "মা মরেছে ত যা নিচে নেবে দাঁড়া"– উক্তিটিতে কী প্রকাশিত হয়েছে? [ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]
i. শ্রেণিবৈষম্য
ii. নিচু জাতের প্রতি ঘৃণা
iii. দরিদ্রের প্রতি অবহেলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬৮ ও ৬৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
মামুন মায়ের কোলে বসে গল্প শুনছে। মায়ের মুখে বিভিন্ন গল্প শুনতে ভালোবাসে সে। মায়ের মুখে ভূতের গল্প শুনে রোমাঞ্চিত হয়। [ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, টাঙ্গাইল]

৬৮. উদ্দীপকের মামুনের সাথে 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের কোন চরিত্রটি সাদৃশ্যপূর্ণ?
ক অভাগী খ কাঙালী গ রসিক ঘ হরমোহন

৬৯. উদ্দীপকে 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের যে বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে–
i. গল্পশোনা
ii. মাতৃভক্তি
iii. নিষ্ঠুরতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭০ ও ৭১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
পিতা ও কন্যার মাঝখানে এই যে একটুখানি ছলনার অভিনয় হইয়া গেল, তাহা এই দুটি প্রাণী ছাড়া আরও একজন বোধ করি অন্তরীক্ষে থাকিয়া লক্ষ করিলেন। [পাবনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

৭০. উদ্দীপকের সাথে 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের কোন বিষয়টির যোগসূত্র আছে?
ক কাঙালীর কাজ করতে না যাওয়া
খ মায়ের কোলে শুয়ে গল্প শুনতে চাওয়া
গ শ্মশানে সৎকারে চোখে ধোঁয়া লাগার কথা বলা
ঘ কাঙালীর ভাতের হাঁড়ি দেখতে চাওয়া

৭১. উদ্দীপকে বিধাতা পুরুষ অন্তরীক্ষে থেকে লক্ষ করেন কিন্তু 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে তিনি কী করেন?
i. শুধু করুণা করেন
ii. প্রতিবাদ করেন
iii. আশীর্বাদ করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ i ও iii

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

বিষয়বস্তুর ধারায় প্রণীত

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

লেখক পরিচিতি ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৩৪

৭২. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পটির রচয়িতা কে? (জ্ঞান)
ক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৭৩. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভারতের কোন রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
ক পশ্চিমবঙ্গে খ উত্তরবঙ্গে গ দক্ষিণবঙ্গে ঘ পূর্ববঙ্গে

৭৪. শরৎচন্দ্রের জন্ম কত সালে? (জ্ঞান)
ক ১৮৪৮ খ ১৮৬৮ গ ১৮৭৬ ঘ ১৯০২

৭৫. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিছুদিন বিভিন্ন জায়গায় কীভাবে ভ্রমণ করেন? (অনুধাবন)
ক পরিকল্পনা করে খ ভবঘুরে হয়ে
গ আত্মীয়ের বাসায় আশ্রয় নিয়ে ঘ ফেরিওয়ালা হয়ে

৭৬. রেঙ্গুনে অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অফিসে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোন পদে চাকরি করেন? (জ্ঞান)
ক অফিসার পদে খ অ্যাকাউন্ট্যান্ট পদে
গ কেরানি পদে ঘ সহকারী অফিসার পদে

৭৭. 'বিন্দুর ছেলে' গ্রন্থের লেখক কে? (জ্ঞান)
ক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ হুমায়ূন আহমেদ

৭৮. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মৃত্যুবরণ করেন– (জ্ঞান)
ক ১৯৩৮ সালের ১৬ জানুয়ারি খ ১৯৩৮ সালের ১ জুন
গ ১৯৩৮ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ঘ ১৯৩৮ সালের ২ অক্টোবর

মূলপাঠ ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৩৪

৭৯. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে ঠাকুরদাস মুখুয্যের বর্ষীয়সী স্ত্রী মারা গিয়েছিল কোন রোগে? (জ্ঞান)
ক খেতে না পেয়ে খ জ্বরে
গ কলেরায় ঘ বসন্তে

৮০. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে ঠাকুরদাস মুখুয্যের স্ত্রীর শবযাত্রা ধুমধামের সঙ্গে করা হয়েছিল কেন? (অনুধাবন)
ক উঁচু জাতের কারণে খ নিচু জাতের কারণে
গ মুখুয্যের প্রিয় স্ত্রী হওয়ার কারণে ঘ বয়স বেশি হওয়ার কারণে

উত্তরের শুদ্ধতা/নির্ভুলতা যাচাই করো

৬১	ঘ	৬২	গ	৬৩	ঘ	৬৪	গ	৬৫	ঘ	৬৬	ঘ	৬৭	ঘ	৬৮	খ	৬৯	ক	৭০	গ
৭১	খ	৭২	ক	৭৩	ক	৭৪	গ	৭৫	খ	৭৬	গ	৭৭	খ	৭৮	ক	৭৯	খ	৮০	ক

www.abswer.com

www.abswer.com

৮১. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ছিল— (জ্ঞান)
ক দুই ছেলে, দুই মেয়ে খ তিনি ছেলে, দুই মেয়ে
গ চার ছেলে, তিন মেয়ে ঘ চার ছেলে, চার মেয়ে

৮২. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে শবযাত্রা দেখে আরেকবার স্বামিগৃহে যাত্রা করছে এমন মনে হওয়ার কারণ কী? (অনুধাবন)
ক শবদেহের সাজসজ্জা দেখে খ লোকজনের কান্নাকাটি দেখে
গ কপালে সিঁদুর দেখে ঘ পায়ের আলতা দেখে

৮৩. কাঙালীর মা চোখের জল মুছতে মুছতে কোথায় গিয়ে উপস্থিত হলো? (জ্ঞান)
ক শ্মশানে খ বাজারে গ বাড়িতে ঘ মন্দিরে

৮৪. মুখুয্যের স্ত্রীর স্বর্গারোহণ দেখে কাঙালীর মায়ের অবস্থা কেমন হলো? (অনুধাবন)
ক তার কান্না পেল খ আনন্দে আত্মহারা হলো
গ দেখেই জ্ঞান হারাল ঘ বুক ফুলে উঠতে লাগল

৮৫. বামুন-মা কোথায় যাচ্ছে? (জ্ঞান)
ক শ্বশুরবাড়ি খ স্বর্গে
গ নরকে ঘ বাবার বাড়ি

৮৬. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে কাঙালীর খিদে পেয়েছিল কখন? (জ্ঞান)
ক দুপুরে খ রাতে গ সকালে ঘ সন্ধ্যায়

৮৭. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে অভাগীর নাম কে দিয়েছিল? (জ্ঞান)
ক অভাগীর মা খ অভাগীর বাবা
গ অভাগীর দাদা ঘ অভাগীর নানা

৮৮. 'বাঘের অন্য বাঘিনী ছিল।' এখানে বাঘিনী হলো— (অনুধাবন)
ক কাঙালীর মা খ রসিকের দ্বিতীয় স্ত্রী
গ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী ঘ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় স্ত্রী

৮৯. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে রসিক মূলত অভাগীর— (অনুধাবন)
ক মামা খ চাচা গ স্বামী ঘ ভাই

৯০. 'অভাগী তাহার অভাগ্য ও শিশুপুত্র কাঙালীকে লইয়া গ্রামেই পড়িয়া রইল'— কেন? (অনুধাবন)
ক স্বামী পরিত্যক্তা হওয়ায় খ স্বামী মারা যাওয়ায়
গ কাঙালীর বায়নার কারণে ঘ স্বামীর কড়া নির্দেশে

৯১. কাঙালী সবেমাত্র কিসের কাজ করতে আরম্ভ করেছে? (জ্ঞান)
ক বেতের কাজ খ কাঠের কাজ
গ দর্জির কাজ ঘ কামারের কাজ

৯২. অভাগী কাঙালীকে কোথায় যেতে নিষেধ করল? (জ্ঞান)
ক কাজে খ শবযাত্রায়
গ মামাবাড়িতে ঘ দাদাবাড়িতে

৯৩. কাঙালীর মাকে সমাজের অনেকে ঘেন্না করে কেন? (অনুধাবন)
ক গায়ে ময়লা বলে খ ময়লা কাপড় পরে বলে
গ ছোট জাত বলে ঘ বিত্তহীন বলে

৯৪. কাঙালীর বাবাকে অভাগী ধরে আনতে বলেছিল কেন? (অনুধাবন)
ক শাস্তি দেওয়ার জন্য খ টাকা পাবে বলে
গ সম্পত্তি লিখে দিতে ঘ পায়ের ধুলো নেওয়ার জন্য

৯৫. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে কবিরাজের বাস কোথায়? (জ্ঞান)
ক পাশের বাড়িতে খ পাঁচ বাড়ি পরে
গ ভিন্ন গ্রামে ঘ কাঙালীদের বাড়িতেই

৯৬. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে কবিরাজ কয়টি বড়ি দিয়েছিলেন? (জ্ঞান)
ক তিনটা খ চারটা গ সাতটা ঘ আটটা

৯৭. অভাগী কাঙালীর বাবাকে নিয়ে আসার জন্য কী উপায় অবলম্বন করতে বলল? (জ্ঞান)
ক কাঁদাকাটি খ হাসাহাসি গ খোশগল্প ঘ মারামারি

৯৮. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে নাপতে বৌদির কাছ থেকে কাঙালীকে অভাগী কী নিয়ে আসতে বলল? (জ্ঞান)
ক আলতা খ শাড়ি গ চাল ঘ নুন

৯৯. অভাগীর ক্ষীণকণ্ঠ থেমে গেল কেন? (অনুধাবন)
ক রোগের বর্ণনা করতে গিয়ে খ ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে
গ ছেলের কথা শুনে ঘ ছেলের রুক্ষ আচরণ দেখে

১০০. অভাগী রসিক দুলের পায়ের ধুলা চাইল কেন? (অনুধাবন)
ক স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য খ পবিত্র হওয়ার জন্য
গ শ্রদ্ধাবশত ঘ কোনো কারণ ছাড়াই

১০১. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে কুটির প্রাঙ্গণে কী গাছ আছে? (জ্ঞান)
ক তাল খ বরই গ বেল ঘ জলপাই

১০২. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে দারোয়ান কাঙালীকে মারল না কেন? (অনুধাবন)
ক অশৌচের ভয়ে খ মায়া হয়েছিল বলে
গ মা মারা গিয়েছিল তাই ঘ রসিক দুলের ছেলে বলে

১০৩. কাঙালীর মায়ের দ্বিতীয় বিয়ে না করার মধ্য দিয়ে যে বিষয়ের প্রকাশ ঘটেছে— (উচ্চতর দক্ষতা)
ক স্বামীর প্রতি ঘৃণা খ সন্তানবাৎসল্য
গ সামাজিক প্রথা ঘ জীবনের প্রতি উদাসীনতা

১০৪. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে কে স্থানীয় লোক নয়? (জ্ঞান)
ক রসিক দুলে খ ঠাকুরদাস মুখুয্যে
গ বিন্দির মা ঘ জমিদার

১০৫. কাঙালী কিছু ছুঁয়ে ফেলেছে কিনা এজন্য অধর রায় কী ছড়িয়ে দিতে বললেন? (জ্ঞান)
ক গোবরজল খ পুকুরের জল
গ গোলাপজল ঘ নলকূপের জল

১০৬. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে অধর গাছের দাম কত টাকা চাইল? (জ্ঞান)
ক দুই টাকা খ তিন টাকা গ চার টাকা ঘ পাঁচ টাকা

১০৭. রাখালের মা কাঙালীকে খড়ের আঁটি জ্বেলে দিয়েছিল কেন? (অনুধাবন)
ক কাঠ পায়নি বলে খ অভাগীর ইচ্ছায়
গ ছোট জাত বলে ঘ এতিম বলে

১০৮. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে কাঙালী স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল— (জ্ঞান)
ক পেছন পানে খ সামনের দিকে
গ নিচের দিকে ঘ ঊর্ধ্বদৃষ্টে

শব্দার্থ ও টীকা ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৪২

১০৯. 'বর্ষীয়সী' বলতে কী বোঝায়? (জ্ঞান)
ক অতি বৃদ্ধ খ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান
গ মধ্যবয়স্ক ঘ বর্ষার অনুষ্ঠান

১১০. অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সঠিক অর্থ কোনটি? (জ্ঞান)
ক জীবিতের অনুষ্ঠান খ জন্মদিনের অনুষ্ঠান
গ বিয়ের অনুষ্ঠান ঘ মৃত্যোর জন্য শেষ অনুষ্ঠান

১১১. প্রসন্ন শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক বিষণ্ন খ খুশি গ মালিন্য ঘ উচ্ছ্বাস

১১২. নিস্তব্ধ শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক নিশ্চল খ কোলাহল গ বাচাল ঘ সবাক

পাঠ পরিচিতি ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৪২

১১৩. 'শরৎ সাহিত্যসমগ্র' গ্রন্থের কোন খণ্ড থেকে 'অভাগীর স্বর্গ' নামক গল্পটি সংকলন করা হয়েছে? (জ্ঞান)
ক প্রথম খণ্ড খ দ্বিতীয় খণ্ড
গ তৃতীয় খণ্ড ঘ চতুর্থ খণ্ড

১১৪. মৃত্যুর সময় কাঙালী তার বাবাকে হাজির করতে পারলেও মায়ের সৎকার করতে পারেনি কেন? (অনুধাবন)
ক ছোট জাত বলে খ বাবা দেখতে না পারায়
গ মায়ের ইচ্ছা ছিল তাই ঘ প্রতিবেশীদের বাধায়

১১৫. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে কাঙালী হলো— (জ্ঞান)
ক সাহসী খ প্রতিবাদী গ শোষিত ঘ অবোধ

১১৬. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে কাঙালীর ঘণ্টা দুয়েকের অভিজ্ঞতা কেমন? (অনুধাবন)
ক বিরহের খ আনন্দের গ বিরক্তের ঘ অত্যাচারের

১১৭. অধর রায় কাঙালীকে পাঁচ টাকা আনতে বলেছিল কেন? (অনুধাবন)
ক খাজনা পরিশোধ করার জন্য খ ঘুষ দেওয়ার জন্য
গ জরিমানা হিসেবে ঘ গাছের দাম দেওয়ার জন্য

১১৮. ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় তৎকালীন সমাজে কাদের প্রতিনিধিত্ব করে? (প্রয়োগ)
ক ধনিকশ্রেণির খ বণিকশ্রেণির
গ ভোগবাদী শ্রেণির ঘ সামন্তশ্রেণির

১১৯. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের গতিশীল চরিত্র কোনটি? (অনুধাবন)
ক অভাগী খ কাঙালী
গ রসিক দুলে ঘ ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

উত্তরের শুদ্ধতা/নির্ভুলতা যাচাই করো

৮১	গ	৮২	ক	৮৩	ক	৮৪	ঘ	৮৫	খ	৮৬	ক	৮৭	খ	৮৮	খ	৮৯	গ	৯০	ক	৯১	ক
৯২	ক	৯৩	গ	৯৪	ঘ	৯৫	গ	৯৬	খ	৯৭	ক	৯৮	ক	৯৯	খ	১০০	ক	১০১	গ	১০২	ক
১০৩	খ	১০৪	ঘ	১০৫	ক	১০৬	ঘ	১০৭	ক	১০৮	ঘ	১০৯	ক	১১০	ঘ	১১১	ক	১১২	ক	১১৩	ক
১১৪	ক	১১৫	গ	১১৬	ক	১১৭	ঘ	১১৮	ঘ	১১৯	খ										

www.abswer.com

www.abswer.com

১২০. রসিক দুলে স্ত্রীকে পায়ের ধুলো দিতে গিয়ে কেঁদে ফেলল কেন? (অনুধাবন)
ⓚ নিজের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ হওয়ায়
ⓛ স্ত্রীর প্রতি অবহেলার কথা স্মরণ হওয়ায়
ⓖ কাঙালীর ভবিষ্যৎ দুঃখ-কষ্টের কথা ভেবে
ⓘ স্ত্রী হারানোর মর্ম বেদনায়

১২১. কার কথাটি কাঙালীর বুকে গিয়ে তীরের মতো বিঁধল? (জ্ঞান)
ⓚ অধর রায়ের ⓛ দারোয়ানের
ⓖ রাখালের মায়ের ⓘ বিন্দির পিসির

১২২. কাঙালীর মা কোনটিকে স্বর্গের রথ ভেবেছিল? (জ্ঞান)
ⓚ আগুনকে ⓛ আলতাকে
ⓖ চিতার কাঠকে ⓘ ধোঁয়াকে

১২৩. জমিদারের গোমস্তার নাম কী? (জ্ঞান)
ⓚ অধর রায় ⓛ ভট্টাচার্য
ⓖ পাঁড়ে ⓘ মুখোপাধ্যায়

১২৪. কাঙালী কিসের অভাবে মায়ের সৎকার করতে পারেনি? (জ্ঞান)
ⓚ চন্দনের অভাবে ⓛ কাঠের অভাবে
ⓖ স্থানের অভাবে ⓘ ব্রাহ্মণের অভাবে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১২৫. ঠাকুরদাস মুখুয্যের স্ত্রীর ক্ষেত্রে যে কথাটি প্রযোজ্য- (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সাত দিনের জ্বরে মারা গেলেন
ii. ঝগড়াটে স্বভাবের ছিলেন
iii. পতিভক্ত নারী ছিলেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓛ ii ⓖ i ও ii ⓘ ii ও iii

১২৬. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায়ের দুফোঁটা চোখের জল- (অনুধাবন)
i. স্ত্রী হারানোর বেদনার প্রতীক
ii. সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার আনন্দের প্রতীক
iii. হারানো পুত্র ফিরে পাওয়ার প্রতীক
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓛ ii ⓖ iii ⓘ i ও iii

১২৭. কাঙালীর মাকে বেগুন নিয়ে হাটে যেতে হয় যে কারণে- (অনুধাবন)
i. গরিব বলে
ii. বেড়াতে যাবে বলে
iii. হাটে কাউকে দিতে যাবে বলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓛ ii ⓖ i ও iii ⓘ ii ও iii

১২৮. কাঙালীর মা যে ছোট জাত এই বিষয়টি ফুটে ওঠে নিচের যে পঙ্‌ক্তিতে- (উ. দক্ষতা)
i. শবদেহের কাছে যেতে পারে না
ii. বেগুন তুলে হাটে বিক্রি করে
iii. শবযাত্রা দেখে শোকার্ত হলো
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓛ ii ⓖ i ও ii ⓘ iii

১২৯. কাঙালীর আচরণে প্রকাশিত হয়েছে- (উচ্চতর দক্ষতা)
i. মায়ের প্রতি ভালোবাসা
ii. মায়ের প্রতি নিষ্ঠুরতা
iii. মায়ের সঙ্গে চালাকি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓛ ii ⓖ i ও ii ⓘ i ও iii

১৩০. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে লেখকের মূল বক্তব্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে- (উচ্চতর দক্ষতা)
i. শবযাত্রার মধ্যে পার্থক্য দেখিয়ে
ii. ঠাকুরদাসের কান্নাকাটি দেখিয়ে
iii. জমিদারের ব্যবহার দেখিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓛ ii ⓖ i ও iii ⓘ ii ও iii

১৩১. 'ইন্দ্রজাল' বলতে বোঝায়- (অনুধাবন)
i. স্বপ্নবিদ্যা
ii. মানুষকে আয়ত্তে আনার বিদ্যা
iii. জাদুবিদ্যা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓛ ii ⓖ iii ⓘ i ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৩২ থেকে ১৩৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
শিহাবের বাবা নেই। মা স্কুলে চাকরি করেন। সারাদিন স্কুলে পড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেরেন। তারপর তিনি শিহাবের কাছে ঠান্ডা পানি খেতে চান। শিহাব অনেক দূরে বরফ কল থেকে বরফ এনে মাকে ঠান্ডা পানি খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়।

১৩২. উদ্দীপকের সঙ্গে তোমার পড়া কোন রচনার মিল আছে? (প্রয়োগ)
ⓚ 'আম আঁটির ভেঁপু ⓛ নিমগাছ
ⓖ অভাগীর স্বর্গ ⓘ পালামৌ

১৩৩. উদ্দীপকের শিহাব চরিত্রটি উক্ত গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে? (প্রয়োগ)
ⓚ রসিক দুলে ⓛ জমিদার ⓖ বিন্দির পিসি ⓘ কাঙালী

১৩৪. উক্ত গল্পের যে বিষয়টি উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে- (উচ্চতর দক্ষতা)
i. মায়ের প্রতি সন্তানের ভালোবাসা
ii. মায়ের প্রতি সন্তানের কর্তব্যবোধ
iii. মায়ের ঋণ পরিশোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓛ i ও ii ⓖ i ও iii ⓘ ii ও iii

উত্তরের শুদ্ধতা/ নির্ভুলতা যাচাই করো

১২০	ⓛ	১২১	ⓖ	১২২	ⓘ	১২৩	ⓚ	১২৪	ⓛ	১২৫	ⓚ	১২৬	ⓚ	১২৭	ⓚ	১২৮	ⓚ	১২৯	ⓚ	১৩০	ⓚ	১৩১	ⓖ	১৩২	ⓖ	১৩৩	ⓘ	১৩৪	ⓚ

PART 04

এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স
Exclusive Suggestions

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত
১০০% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন সংবলিত
এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সৃজনশীল অংশে সেরা প্রস্তুতির জন্য নিচের ছকে প্রদত্ত গুরুত্বসূচক চিহ্ন সংবলিত প্রশ্নের উত্তর ভালোভাবে অনুশীলন করবে। বহুনির্বাচনি প্রশ্ন অধ্যায়ের যেকোনো লাইন হতে আসতে পারে বিধায় প্রশ্নসংখ্যা উল্লেখ করে সাজেশন্স প্রদান করলে তা কমনের নিশ্চয়তা প্রদান করে না। এজন্য বহুনির্বাচনি অংশে ১০০% প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে PART 03 এর প্রশ্নোত্তরসমূহ ভালোভাবে অনুশীলন করবে এবং PART 05 এ পরীক্ষা দিবে।

বিষয়/ শিরোনাম	গুরুত্বসূচক চিহ্ন		
	7★ (সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ)	5★ (তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ)	3★ (কম গুরুত্বপূর্ণ)
সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর	৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২	৪, ৫, ৬	১, ২, ৩
জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	৮, ৯, ১২, ১৬, ১৭, ২২, ২৯, ৩০, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮	১, ২, ৩, ৪, ১৮, ২৪, ৩১	৫, ৬, ৭, ২০, ২৬, ২৭, ২৮, ৩৩
অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২, ৯, ১০, ১১, ১৫, ১৬, ১৭	৩, ৬, ৭, ৮, ১২	৪, ৫, ১৩, ১৪
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর	PART 03 (অনুশীলন অংশ) এর সব বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।		

www.abswer.com